القول المقبول فی میلاد الرسول

مع

برزنجی شریف

মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান

القول المقبول
في
ميلاد الرسول

মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মূল উর্দু

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান

অধ্যক্ষ

ইছামতি আলিয়া মাদ্রাসা

বঙ্গানুবাদ

মোঃ আব্দুর রব বিলাল

সংশোধন ও পরিমার্জন

মাওলানা শামছুল হুদা ছিরামপুরী

প্রকাশনায় : মুহাম্মদ আব্দুল আলীম

রহমানিয়া বইঘর এণ্ড পাবলিকেশন্স

৪, রাজাম্যানশন (২য়তলা), জিন্দাবাজার, সিলেট।

ফোন: ৭১০৮৩৬

মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান

প্রথম উর্দু প্রকাশ ঃ ১৯৭৭ঈসায়ী

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ ১৯৯৮ঈসায়ী

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ (পরিবর্ধিত)
রামাদ্বান ১৪২১ হিজরী
অগ্রহায়ন ১৪০৭ বাংলা
ডিসেম্বর ২০০০ঈসায়ী

প্রকাশনায় ঃ মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
রহমানিয়া বইঘর এণ্ড পাবলিকেশন্স
৪, রাজাম্যানশন (২য়তলা), জিন্দাবাজার, সিলেট।
ফোন: ৭১০৮৩৬

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মাওলানা আলাউদ্দীন
কম্পিউটার এ্যারিনা, ৩নং বিপনী বিতান,
জিন্দাবাজার, সিলেট।

মূল্য ঃ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা

উৎসর্গ

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জব্বার
গুটারগ্রামী (রহঃ) কে
যিনি ছিলেন এ রিছালা প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা।

নিবেদন

"আলক্বাউলুল মাক্ববুল ফি মীলাদির রাসুল" আমার ওয়ালিদ মুহতারাম শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব এর তথ্যবহুল রচনা গুলোর একটি, যা উর্দু ভাষায় রচিত এবং ১৩৯৮ হিজরী সনে প্রকাশিত। পুস্তকখানা প্রকাশিত হলে পরে আলেমসমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং এতদবিষয়ক ভ্রান্তি নিরসনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

যুগের চাহিদা মোতাবেক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তক খানা উর্দু থেকে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়। মুহতারাম মাওলানা কমর উদ্দীন নজীপুরী ছাহেব এর সাথে বরযিন্‌জী শরীফ এবং মীলাদ মাহফিলে পাঠ উপযোগী রাসুল (সাঃ) এর প্রশস্তিমূলক শের সংকলন পুর্বক সংযোজন করেন এবং ১৯৯৮ ঈসায়ী সালের আগষ্ট মাসে নিজেই তা প্রকাশ করেন। বইখানা পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে শাহজালাল ফোরাম সিলেট। মাত্র দেড় দুমাসের মাথায় প্রকাশিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। এর পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে বইখানা পুণঃপ্রকাশের জন্য জোর তাগিদ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকাশক একের পর এক যোগাযোগ করে গুরুত্বপূর্ণ এ বইখানা প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করতে থাকেন। এরই মাঝে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা রহমানিয়া বইঘরের স্বত্ত্বাধিকারী বন্ধুপ্রতীম মাওলানা আব্দুল আলীম বইখানা পুণঃপ্রকাশের গভীর আগ্রহ নিয়ে আব্বার সাথে দেখা করেন। প্রকাশকের আগ্রহ এবং পাঠকবৃন্দের চাহিদা বিবেচনায় আব্বা প্রথম প্রকাশকের সম্মতি সাপেক্ষে মাওলানা আব্দুল আলীমকে পুণঃপ্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। পুণঃপ্রকাশের সময় "মীলাদ শরীফ সম্পর্কে মুহাদ্দিছিন এবং উলামায়ে দ্বীনের উক্তিসমূহ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে শায়খ ইবনে তাইমিয়া, মক্কা শরীফের বর্তমানকালের বরেণ্য আলেমে দ্বীন হরমশরীফের সাবেক খতীব আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বিন আলাবী আলমালেকী আলহাসানী সাহেবের মীলাদ মাহফিল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত নতুন ভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অভিমত মাওলানা আব্দুল হাই লকনবী এর মীলাদ মাহফিল বিষয়ক ফতোয়ার মূল এবারত নুতন ভাবে সংযোজিত হয়েছে।

আব্বার প্রাত্যহিক ব্যস্ততা বিশেষতঃ এবার মাহে রামাদ্বানের পূর্বে বিলাত সফরে যাবার কারণে সংযোজনের কাজ নিজ হাতে করতে পারেননি। তাঁর নিদের্শমত সংযোজনের কাজ আমাকেই করতে হয়, তাই নতুন সংযোজন সংক্রান্ত যে কোন অসঙ্গতির দায় আমারই।

মূলতঃ অগণণ পাঠকের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখেই তড়িগড়ি করেই মুদ্রণের কাজ করতে হয়েছে। প্রকাশক মাওলানা আব্দুল আলীম এর অনুরোধে প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ আমি এবং প্রভাষক মাওলানা আব্দুল হাকীম দু'জনে করেছি। আমরা বইখানা নিখূঁত ও নির্ভূল করার চেষ্টা করেছি সাধ্যমত। তবুও মুদ্রণ বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, এ ব্যাপার আমরা পাঠকবৃন্দের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

রারাই
১৭ই রামাদ্বান ১৪২১ হিজরী

নিবেদক
মোঃ আব্দুল আউয়াল হেলাল

মূল কিতাব প্রকাশক

আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী (রহঃ) এর কথা

বিগত অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে বিয়ানিবাজারে সিলেটের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট জামে মসজিদের সাবেক ইমাম হযরত মাওলানা কাজী ইবরাহিম সাহেব "রাসুলের ওপর ঈমান" বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে কয়েক মিনিটের মাথায় অগত্যা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে "মীলাদ শরীফ পড়া নাজায়েজ ও নিন্দনীয় বিদআত" বর্ণণা করে প্রায় দেড় দুঘন্টা বক্তৃতা দেন। তাঁর সময় শেষে হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেব মুহতরম কাজী সাহেবের বক্তব্যকে অক্ষরে অক্ষরে খন্ডন করে মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরেন। যা মীলাদ শরীফ সম্পর্কে সার্বিক সংশয় নিরসনে যথাযথ ও সর্বসাধারণের উপকারার্থে "মীলাদ শরীফের ইতিহাস" নামে বই আকারে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করি। যাতে করে মীলাদ শরীফ পড়ার কোন দালিলিক প্রমাণ নেই বলে যে সব ভাইয়ের ভূল ধারণা রয়েছে তাদের এ অবান্তর দাবী সম্পূর্ণ রূপে দুর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

وماعلينا الاالبلاغ–وما توفيقى الابالله

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী

১৯৭৭ ঈসায়ী।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه والصلوة لاهلها

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মীলাদ শরীফ বিষয়ে রচিত কিতাবাদির সংখ্যা প্রচুর-থাকলে ও বাংলা ভাষায় তা অতি নগন্য এবং তথ্যবহতায় অনেকাংশে যথাযথ নয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবিবুর রহমান সাহেব ১৯৭৭ ঈসায়ী সনে সিলেটের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে বিয়ানীবাজারের এক বিরাট জনসভায় এতদ্‌বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহ সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন তা আল্লামা আব্দুল জব্বার মুহাদ্দিছ ছাহেব ক্বিবলা গুটারগ্রামী রহঃ উর্দু ভাষায় সংকলন করে এক যুগান্তকারী গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিলেও ভিন্ন ভাষায় রচিত হওয়ায় বঙ্গাঁনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রখর। সময়ের চাহিদায় ১৯৯৮ ঈসায়ী সনে অনুদিত হয়ে বাজারজাত হয়। কিন্তু অতিঅল্প সময়ে ফুরিয়ে যায়। রাসুলপ্রেমী ভাইদের খুঁজাখুঁজি ও চাহিদা বিবেচনায় যথাযথ নিয়মে এই গুরুত্ব পূর্ণ কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেই।

আলহামদুলিল্লাহ! মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিতাব খানি রাসুল প্রেমী মুমিনদের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কিতাব খানা প্রকাশে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল ও প্রভাষক মাওলানা আব্দুল হাকীম সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তারই সাথে সার্বিক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা রেখে আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের শ্রমটুকু কবুলের প্রার্থনা করছি।

ওয়াস্‌সালাম-

১৭ই রামাদ্বান-১৪২১হিজরী

মুহাম্মদ আব্দুল আলীম

প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم -

অনেক বছর আগে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারে "মীলাদ মাহফিল" জায়েয না জায়েয এ নিয়ে বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গতকারণেই জায়েযের পক্ষে বাহাছ করার জন্য আমার মুহতারাম হুজুর শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবিবুর রহমান ছাহেব উপস্থিত হন। কিন্তু প্রতিপক্ষ সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। হুজুর ক্বিবলাহ্ সেদিন মীলাদ মাহফিলের বৈধতার উপর জনসমক্ষে তথ্য নির্ভর দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে হুজুরের সেদিনের বক্তব্যটি 'আল ক্বাউলুল মাক্ববুল ফি মীলাদির রাছুল' শিরোনাম উর্দূ ভাষায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাখানি সে সময় আলেম সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

হুজুরের এ গুরুত্বপূর্ণ রচনা সাধারণের বোধগম্য করতে বাঙ্গানুবাদের চাহিদা দীর্ঘ দিনের। এ চাহিদা মেটাতে পুস্তিকাখানি বাঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা আব্দুর রব বিলাল। অনুদিত পান্ডুলিপিখানা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন ঐতিহ্যবাহী ইছামতি আলিয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস বন্ধুপ্রতিম মাওলানা শামছুল হুদা সাহেব, হুজুরের নির্দেশে এ অধম পুস্তিকাখানার সাথে বর্তমানে দূর্লভ মীলাদ শরীফের কিতাব "বরজিন্জী শরীফ" এবং প্রয়োজনীয় কিছু শে'র - আশ'আর সংযোজন করি।

হুজুরের এ মহামূল্যবান লিখনিকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগনের হাতে পৌঁছে দিয়ে দুনিয়া আখিরাতে দায়িত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অনভিপ্রেত ব্যস্ততা কাজটিকে তড়িগড়ি করতে বাঁধ সাধে। ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধব শুভাকাংখী পাঠক মহল থেকে অব্যাহত চাপের সম্মুখীন হই। অবশেষে শত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে প্রকাশের কাজ তরান্বিত করতে সচেষ্ট হই। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থখানি প্রকাশে নানা জন নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি সবার ঋণ স্বীকার করছি অকপটে।

কাজটি নির্ভুল করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, তদুপরি ছাপাজনিত বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নয়। কারো কাছে তেমন কোন বিচ্যুতি ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন, পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ পাকের দরবারে শ্রমটুকু কবুল হবার জন্য সবার নেক দোয়া চাই।

ওয়াস্সালাম-
মোঃ কমর উদ্দিন নজিপুরী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আমাদের পরিভাষায় মীলাদ ميلاد মাওলুদ مولود শরীফের অর্থ হচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী এবং শান ও মান বর্ণনা করা।

উলামা-মাশায়েখ যেভাবে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে উপকারী এবং কল্যাণকর মনে করে যিকির-আযকার এবং ত্বরীক্বতের বিভিন্ন শুগুল বা কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ স্বরূপ এবং নিয়ম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন ঠিক তেমনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকালীন হাল-অবস্থা, অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর শান ও মান বর্ণনা করার জন্য ও পরবর্তী উলামা মাশায়েখ একটি বিশেষ স্বরূপ ও নিয়ম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে,-লোকজন সমবেত হয়, মাহফিলের মধ্যে ক্বোরআন শরীফ থেকে তেলওয়াত করা হয়। হাদীস এবং সিয়রের বর্ণনা অনুযায়ী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মের সময়কার অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর বংশ মর্যাদা ও অন্যান্য শান ও মান বর্ণনা করা হয়, দুরূদ ও সালাম বেশী করে পড়া হয়, বিভিন্ন না'তিয়া ক্বাছিদা আবৃত্তি করা হয়, আদবের সহিত দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করা হয়, খানা বা শিরনী বিতরণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাঁর শান ও মান বর্ণনা করা স্বয়ং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সাহাবায়ে কেরামের বাণী দ্বারা স্বপ্রমাণিত এবং উক্ত আলোচনার জন্য উল্লেখিত স্বরূপ বা নিয়ম পদ্ধতি হচ্ছে পরবর্তী উলামা মাশায়েখ কর্তৃক উদ্ভাবিত। যেটাকে সমসাময়িক ইমাম-মুহাদ্দিসগণ পছন্দ করেছেন এবং উহা বৈধ ও উত্তম হওয়ার দলিল হাদীসে নববী থেকে পেশ করেছেন।

কুরূনে ছালাছা তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তবেতাবেয়ীগণের যুগে মীলাদ শরীফ

হাদীস এবং সিয়রের কিতাব সমূহে এমন বহুবিদ বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত এবং শান ও মান স্বয়ং তিনি তদীয় সাহাবায়ে কেরাম কখনো বা ঘটনাক্রমে আবার কখনো সমাবেশ ডেকে বর্ণনা করেছেন, নমুনা স্বরূপ কতিপয় বর্ণনা নিম্নে উদৃত করা হলোঃ

এক

ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ওয়াছেলা বিন আসক্বা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'আল্লাহ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আওলাদের মধ্য থেকে বনী কেনানাকে, বনী কেনানার মধ্য থেকে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছন।'

দুই

তিরমিযী শরীফে হযরত আব্বাস (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ বল, আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন হুজুর এরশাদ করলেন 'আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'লা মাখলুক্বাত পয়দা করে উত্তমদের মধ্যে আমাকে রেখে আবার এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে আমাকে উত্তম ভাগে রাখলেন, আবার উক্ত উত্তম ভাগকে বিভিন্ন গোত্র বানিয়ে আমাকে উত্তম গোত্রে রাখলেন, তারপর উক্ত উত্তম গোত্রকে কয়েকটি খান্দান বানিয়ে আমাকে উত্তম খান্দানের মধ্যে রাখলেন, তাই আমি আমার সত্তার দিক থেকেও সবার উত্তম এবং খান্দানের দিক থেকেও সবার চেয়ে উত্তম।'

তিন

ফক্বীহ আবুল লায়েছ তাম্বীহুল গাফিলীন। কিতাবের মধ্যে স্বীয় মুত্তাছিল সনদের মাধ্যমে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সুরা নসর

নাযিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দিবসে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনলেন এবং মিম্বরের উপর উপবেশন করে

হযরত বিলাল (রাদ্বিঃ) কে ডেকে বললেন "বিলাল, তুমি মদীনায় এ'লান করে দাও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ শ্রবণ করার জন্য সবাই যেন এসে সমবেত হয়।" হযরত বিল্লা (রাদ্বিঃ) এর এ'লান শুনে ছোট-বড় সবাই এসে জড় হলো, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং আম্বিয়ায়ে কেরামদের উপর সালাত ও সালামের পর এরশাদ ফরমান, "আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম এবং আমি আরবী, আমি হরমী, আমি মক্কী-আমার পর কোন নবী নেই।"

চার

সহী বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসান (রাদ্বিঃ) এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত হাসসান (রাদ্বিঃ) রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৌরবগাঁথা এবং শান ও মান বর্ণনা করতেন।

পাঁচ

হযরত আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া তদীয় কিতাব আততানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর। এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন নিজ বাড়ীতে লোকজনের সম্মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করিতেছিলেন এবং লোকজন খুশী হয়ে আল্লাহ তা'লার হামদ এবং হুজুরে পাকের উপর দরূদ পাঠ করিতেছিলেন, এমনি সময় হুজুরে পাক তাশরীফ আনলেন এবং ফরমালেনঃ-

حلت لكم شفاعتي অর্থাৎ তোমাদের জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য্য হয়ে গেল।

ছয়

উক্ত আততানবীর কিতাবেই হযরত আবুদ্দারদা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আমির আনসারীর ঘরে গেলেন এমন সময় হযরত আমির আনসারী তাঁর আওলাদ এবং গোত্রীয় লোকজনকে সমবেত করে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, هذا اليوم هذا

اليــــوم অর্থাৎ 'আজই সেইদিন, আজই সেইদিন।' তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-'আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ফেরেশতা তোমাদের জন্য ইসতেগফার পড়তেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের অনুরূপ কাজ করবে নাযাত পাবে।'

সাত

শামায়েলে তিরমিযী কিতাবে হযরত খাদিজা বিনতে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীনদের একটি জামাত হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের খেদমতে এসে আরজ করলেন, আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। হযরত যায়েদ বলেন, কি বর্ণনা রাখবো, তিনি তো সকল বর্ণনা ক্ষমতার উর্ধ্বে অতঃপর কিছু বর্ণনা পেশ করেন।

হাদীস, ছিওর এবং ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এ ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা জানা যায়, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত, শান মানের আলোচনা একটি ভালো ও পছন্দনীয় কাজ যা হুজুরের স্বীয় বাণী ও আমল এবং সাহাবা তাবেয়ীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং এ ও জানা যায় যে, লোকজনের সমাবেশে হুজুরের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী এবং শান ও মান বর্ণনা করা প্রচলন তখনো ছিল। হ্যাঁ, ক্বরূনে ছালাছার মধ্যে পরবর্তী জামানার মত উক্ত আলোচনার জন্য দাওয়াত-জিয়াফত; শিরনী বিতরণ এবং নানা ধরনের ছদক্বা খয়রাতের প্রচলন ছিল না, ক্বরূনে ছালাছার পর উলামা-মাশায়েখ নেক ইরাদার ভিত্তিতে উক্ত কাজগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, উক্ত কাজগুলো মূলতঃ মুবাহ এবং ভালো কাজগুলো বৈধ এবং ভালো হওয়ার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিম্নে উল্লেখিত উলামা-মুহাদ্দিসগণের ফতোয়া ও বাণী সমূহের দ্বারা এ কথাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কুরূনে ছালাছার পর মীলাদ শরীফ

ইতিহাস এবং সীরাতের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সর্বপ্রথম মাওছিল শহর (**موصل**)এবং এক বুযুর্গ হযরত শায়েখ ওমর বিন মুহাম্মদ মীলাদ শরীফের জন্য মাহফিলের ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন এবং তাঁরই অনুকরণে ইরবলের বাদশা ''মালিক মুজাফফার আবু সাঈদ'' মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। যেমন ইমাম নববীর উস্তাদ হাফিজে হাদীস শিহাব উদ্দীন বিন ইসমাঈল আবু শামা তাঁর কিতাব **الباعث في انكار البدع والحوادث** এর মধ্যে উল্লেখ করেন-.

و اول من فعل ذالك بالموصل الشيخ عمربن محمد الملا احـــد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذالك صاحب اربل رحمهم الله تعالى.

অর্থাৎ সর্বপ্রথম যিনি মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন; তিনি হচ্ছেন মাওছিলের একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ মহাপন্ডিত শায়েখ ওমন বিন মুহাম্মদ এবং তারই অনুসরণ করে ইরবলের বাদশাহ ও মাহফিলের মীলাদের আয়োজন করতেন।

বাদশাহ্‌র উক্ত মাহফিলে মীলাদে সে জামানার উলামা-মাশায়েখ নির্দ্বিধায় শরীক হতেন। যেমন-ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) **حسن المقصد في عمل المولد** কিতাবের মধ্যে লিখেন

وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير

অর্থাৎ বাদশাহের উক্ত মাহফিলে উলামা মাশায়েখ নিঃসংকোচে উপস্থিত হতেন।

ইরবলের বাদশাহ অনেক গুরুত্ব সহকারে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন, এতে উলামা মাশায়েখ এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের মহাসমাগম হত, যার ফলে উক্ত মাহফিলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কোন কোন কিতাবের মধ্যে উক্ত বাদশাহকেই মীলাদ মাহফিলের প্রথম আয়োজনকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন-ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) লিখেন,

واول من احدث فعل ذالك صاحب اربل الملك المظفر ابوسعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين احد الملوك الامجاد والكبراء الاجواد وكان له اثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفر بسفح قاسيون.

অর্থাৎ প্রথম যিনি মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবন করেন তিনি হচ্ছেন ইরবলের অধিপতি আল মালিকুল মুজাফফার আবু সাঈদ কাওকাবারী বিন জয়নুদ্দীন আলী বিন বুকতেগীন। যিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী, দানশীল বাদশাহগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অনেক উত্তর স্মৃতি রয়েছে, তিনিই 'জামে মুজাফফরী' নির্মাণ করিয়েছিলেন।

আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ তদ্বীয় কিতাব

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (سيرة شاميه)

এর মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ

قلت وأول من احدث ذالك صاحب إربل الملك المظفر ابو سعيد كوكبري.

অর্থাৎ সর্বপ্রথম যিনি মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবন করেন তিনি হচ্ছেন ইরবলের অধিপতি আল-মালিকুল মুজাফফার আবু সাঈদ কাওকাবারী।

ইবনুল জওযীর কিতাব **مِرْآةُ الزَّمَانِ ذَيْلُ وَفَيَـــاتِ الأَعْيَـــانِ** আল্লামা নূরুদ্দীন হলবীর **سِيْرَةُ حَلَبِيَّـــةٌ** শায়েখ আহমদ জয়নী দাহলানের **سِيْرَةُ نبويَّةٌ** প্রভৃতি কিতাবের মধ্যেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

৬০৪ হিজরীতে হাফিজে হাদীস শায়েখ আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া আন্দুলুসী সিরিয়া ও ইরাক ভ্রমণ করে যখন ইরবল পৌঁছলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তথাকার বাদশাহ প্রতিবছর মহাসমারোহে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তিনি উক্ত মাহফিলের পড়ার জন্য হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনা সম্বলিত রেওয়ায়েত সমূহ সংকলন করে একটি কিতাব রচনা করেছিলেন। তাঁর উক্ত কিতাবের নাম হচ্ছে , **اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ موْلِدِ الْبشِيْر والنَّذِيْر**

ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাছির (রহঃ) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে লিখেনঃ-

كَانَ صَاحِبُ ارْبَلَ يَعْمَلُ الْمَوْلَدَ الشَّرِيْفَ فِي الرَّبِيْعِ الْاَوَّلِ ويَحْتَفِلُ احْتِفَالاً هَائِلاً وكَانَ شَهمًا شُجَاعًا بَطَلاً عَاقِلاً عَالِمًا عَادِلاً رحِمَــهُ اللَّهُ تَعَالَى واَكْرَمَ مَثْوَاهُ وقَدْ صَنَّفَ لَهُ الشَّيْخُ ابُوْ الْخَطَّـــاب بْـــنُ دَحِيَّةَ مُجَلَّدًا فِيْ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَّاهُ ''اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبشِــيْرِ وَالنَّذِيْرِ'' فَأَجَازَ عَلَى ذَالِكَ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ وقَدْ طَالَتْ مُدَّتُهُ فِيْ الْمُلْكِ إِلَى أَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ بِفَرَنْجَ بِمَدِيْنَةِ ''عُكَا'' سَنَةَ ثَلاثِيْـــن وَسِتِّمِائَةٍ مَحْمُوْدَ السِّيْرَةِ والسَّرِيْرَةِ.

মীলাদ নববী সম্পর্ক একখানা গ্রন্থ রচনা করছন। গ্রন্থর নাম দেন **اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ والنَّذِيْر**

বাদশাহ তাঁকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দেন। তাঁর রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অবশেষে ৬৩০ হিজরী সনে 'উকা' নামক নগরে ইংরেজ কর্তৃক নজরবন্দী অবস্থায় চারিত্রিক এবং আত্মিক দিক থেকে প্রশংসিত এ ব্যক্তিত্ব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

تَارِيْخ اِبْنِ خَلَّكَانَ -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে-

اَلْحَافِظُ أَبُوْ الْخَطَّابِ كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِارِبْلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّمِائَةَ فَوَجَدَ مَلِكَهَا مُظَفَّرَ الدِّيْنِ بْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِيْ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ "اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ

অর্থাৎ, হাফিজে হাদিস আবুল খাত্তাব (রহঃ) ছিলেন শীর্ষ স্থানীয় উলামা ও প্রখ্যাত মহামনীষীদের অন্যতম। তিনি মরক্কো থেকে আগমন করে সিরিয়া ও ইরাক হয়ে ৬০৪ হিজরীতে যখন ইরবল পৌঁছলেন তখন সেখানকার বাদশাহ মুজাফ্‌ফার উদ্দীন বিন যয়নুদ্দীনকে অত্যন্ত শানদার রূপে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে দেখে, "**اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ**" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করে দেন।

অতঃপর মুসলিম দেশেরই অধিকাংশ উলমা ও মুসলমানদের মধ্যে উক্ত মীলাদ মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে যায়।

যেমন **سُبُلُ الْهُدَى وَالرَّشَادِ** গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম ছাখাবীর ফাতাওয়া থেকে উদ্ধৃতি এনেছেনঃ

ثُمَّ لاَزَالَ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ فِيْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدَنِ الْكِبَارِ يَحْتَفِلُوْنَ فِيْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ ﷺ بِعَمَلِ الْوَلاَئِمِ الْبَدِيْعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأُمُوْرِ الْبَهِيْجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِيْ لَيَالِيْهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ

وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِيْ الْمُبَرَّات ويعْتَنُوْنَ بقرأة موْلــده الْكَرِيْمِ.

অর্থাৎ, এরপর থেকে মুসলিম জাহানের দিকে দিকে বড় বড় শহরে নগরে ব্যাপক হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম মাসে মুসলমানগণ মীলাদ অনুষ্ঠান করে আসছেন। অনুষ্ঠানটি অপূর্ব ধরনের খাবার পরিবেশন সহ এ সময়কালে নানাবিদ ছদক্বা খয়রাত করেন। আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে খুবই মুক্ত হস্তে দান-দক্ষিণা করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সহিত মীলাদ শরীফ পাঠ করেন।

অনুরূপভাবে মোল্লা আলী ক্বারী মিসরী (রহঃ) তদ্বীয় কিতাব **اَلْمَوْرِدُ الرَّوِيُّ فِــيْ مَوْلِــدِ النَّبِــيِّ** এর মধ্যে লিখেন যে, সে জামানায় মুহাদ্দিছীন ও উলামা এ পূণ্য কাজটিকে অত্যাধিক পছন্দ করেন এবং কাজটি মুস্তাহাব ও ভাল হওয়ার দলিল আহাদীছে নববী থেকে বের করেন। কতিপয় মুহাদ্দিছীন ও উলামায়ে দ্বীনের সংগ্রহ করা দলিল সমূহ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ইমাম আবুল খাত্তাব বিন দেহ্ইয়া (রহঃ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) এবং আবুদ্দার্দা (রাদ্বিঃ) এর সেই সব রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করছেন, যেগুলো কুরূনে ছালাছায় 'মীলাদ শরীফ' শীর্ষক আলোচনায় কিতাবুত্তানবীর এর হাওয়ালার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

বুখারী-মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করছেন। তিনি বলেন,

وَقَدْ ظَهَرَ لِيْ تَخْرِيْجُهَا عَلَىَ اَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُــوَ مَــا ثَبَــت فِــيْ الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَــهُوْد يَصُوْمُــوْن صَوْمَ عَاشُوْرَاء فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ اُغْرِقَ فِيْهِ فِرْعَوْنُ وَنُجِّىَ

مُوْسىَ فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ شُكْراً لِلّٰهِ تَعَالىَ فَقَالَ اَنَا اَوْلَى لِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلّٰهِ تَعَالىَ عَلىَ ما مَنَّ بِهِ فِيْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَالِكَ فِيْ نَظِيْرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ. وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ النِّعْمَةِ اعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوْزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ. (حُسْنُ الْمَقْصَدِ فِيْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ لِلسُّيُوْطِيْ)

অর্থাৎ, সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে ছাবিত দলিলের উপর ক্বিয়াসের ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান একটি ভাল ও পছন্দনীয় কাজ, সে দলিল বা রেওয়ায়েত হচ্ছে এই যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা আশুরার তারিখে রোজা রাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, এ তারিখেই ফেরাউনকেহ ডুবিয়ে মারা হয়েছিল, আর মুছা (আঃ) নাজাত পেয়েছিলেন। তারই শুকরিয়া স্বরূপ আমরা রোযা রেখে থাকি। হুজুর পাক বললেন, আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আঃ) এর অধিক ঘনিষ্ট। এই বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রোজা রাখলেন এবং ছাহাবীদেরকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন। উক্ত রেওয়ায়েত থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্ট তারিখে কোন নিয়ামত প্রাপ্তি বা কোন বিপদ প্রশমনের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ কোন আমল করা এবং প্রতিবছর ঐ তারিখে উক্ত আমল জারী রাখা একটি ভাল ও পছন্দনীয় কাজ। আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকর আদায় বিভিন্ন রকমের আমল বা এবাদতের মাধ্যমে হতে পারে, যেমন সেজদা করা, রোযা রাখা, ছদক্বা করা, তেলাওয়াত করা ইত্যাদি।

রহমতের নবী করুনার ছবি হুজুরে পাকের এ দুনিয়ায় আবির্ভাব এতবড় নিয়ামত যে, এর তুলনার কোন নিয়ামত আর হতেই পারেনা। হুজুরের আবির্ভাব দিবসে তাই শুকরিয়া স্বরূপ কোন আমল বা এবাদত করা এবং দিবসটি যতবারই ঘুরে আসবে ততবারই সে আমলের মাধ্যমে

শুকরিয়া প্রকাশ করা যে একটি পছন্দনীয় কাজ উপরোক্ত রেওয়ায়েতের আলোকে তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। (حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِيْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

সহীহ বুখারী, মুসলিমের উক্ত রেওয়াতের ছাড়াও সুনানে বায়হাক্বীর একটি রেওয়ায়েত দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন।

যেমন তিনি **حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِيْ عَمَلِ الْمَوْلِـــدِ** কিতাবের মধ্যে লিখেন-

وَقَدْ ظَهَرَ لِيْ تَخْرِيْجُهُ عَلَى اَصْلٍ أَخَرَ وَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْـــهَقِيْ عَنْ اَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مَعَ اَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ عَقَّ عَنْهُ فِيْ سَابِعِ وِلَادَتِه وَالْعَقِيْقَةُ لَاتُعَـــادُ مَرَّةً ثَانِيَةً فَيُحْمَلُ ذَالِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِيْ فَعَلَهُ النَّبِـــيُّ ﷺ إِظْـــهَارًا لِلشُّكْرِ عَلَى إِيْجَادِ اللّٰهِ إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَتَشْرِيْعٍ لِأُمَّتِهِ كَمَـــا كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى نَفْسِهِ كَذَالِكَ فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْـــهَارُ الشُّـــكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِالْاِجْتِمَاعِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَالِكَ مِنْ وُجُوْدِ الْقُرُبَـــاتِ وَإِظْهَارِ الْمَسَرَّاتِ.

অর্থাৎ, সুনানে বায়হাক্বী শরীফের একটি রেওয়ায়েতের দলিলের ভিত্তিতেও একথা সুস্পষ্ট যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান একটি পছন্দনীয় কাজ। রেওয়ায়েতটি এই যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওত প্রকাশের পর নিজের আক্বীক্বা করলেন অথচ রেওয়ায়েত আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাহমাতুল্লীল আ'লামীন রূপে দুনিয়ায় আবির্ভূত হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ এবং উম্মতের জন্য এ শুকরিয়ার বিধান রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেছিলেন, যে রূপভাবে তিনি শুকরিয়া স্বরূপ নিজের উপর দুরূদ ও পড়তেন।

তাই হুজুরে পাকের আবির্ভাবের শুকরিয়া প্রকাশ স্বরূপ এক জায়গায় সমবেত হওয়া খাবার বিতরণ ইত্যাদি যে কোন নেক কাজ করা ও খুশী প্রকাশ করা আমাদের জন্যও মুস্তাহাব হবে। উপরোক্ত দলিলের ভিত্তিতে তা-ই প্রতীয়মান হয়।

আল্লামা যুরক্বানী (রহঃ)

اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِيَّـةُ এর শরাহ-এর মধ্যে ইমাম সুয়ূতীর উক্ত দলিলটি উল্লেখ করার পর লিখেন যে, وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجبَ رح

অর্থাৎ, ইমাম সুয়ূতীরও আগে হাফিজ ইবনে রজুব (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস দ্বারাই মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানকে একটি ভাল ও পছন্দনীয় কাজ বলে প্রমাণ করেছেন। (شَرْحُ زُرْقَانِيْ عَلَى الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ)

اَلْخَــــيْرُ الْجَــارِيْ কিতাবের মুসান্নিফ (রহঃ) ছহীহ বুখারী শরীফের শরাহ اَلْخَــيْرُ الْجَــارِيْ প্রণেতা ছহীহ বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা মীলাদ অনুষ্ঠান ভাল কাজ হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করছেন। রেওয়ায়েতটি এইঃ

عَنْ عُمَرَ رض أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِــيْ كِتَابِكُم تَقْرَؤُنَـهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَــوْمَ عِيْدًا قَالَ أَيُّ اٰيَةٍ قَالَ ((اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــم نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُم الْإِسْلَامَ دِيْنًا)) فَقَالَ عُمَرُ رض قَدْ عَرَفْنَا ذَلِــكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نُزِلَتْ فِيْهِ (رواه البخاري)

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রাদ্বিঃ)- হতে বর্ণিত-একজন ইয়াহুদী তাঁকে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন আপনাদের ক্বোরআনের মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি আমরা ইয়াহুদী গোষ্ঠির উপর আয়াতটি নাযিল হতো তা'হলে আমরা নাযিলের এই দিনটিকে ঈদের মত

আনন্দ উৎসবের ভিতর দিয়ে উদযাপন করতাম। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) জানতে চাইলেন কোন আয়াতটি? সে বলল যে, আয়াতটি হলোঃ

((اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُم الْإِسْلَامَ دِيْنًا))

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন "হে উম্মাতে মুহাম্মদী আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত ও তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের দ্বীন বা জীবন বিধানরূপে ইসলামকেই আমি পছন্দ করলাম।" হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) বললেন এ দিবসটি আমরা জানি এবং কোন জায়গায় আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তাও জানি। অর্থাৎ আরফার ময়দানে উকুফে আরফার তারিখে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং তখন থেকে আজ অবদি এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত উকুফে আরফার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে।

ইমামুল কুররা হাফিজে হাদীস শামছুদ্দীন জাযরী (রহঃ)

আবু লাহাবের কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ পৌঁছলে সে অতি মাত্রায় খুশী হয়ে সংবাদদায়িনী দাসী ছোয়াইবিয়াহ কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

বর্ণিত আছে যে, হুজুরের জন্মে উপর এ খুশী প্রকাশ করার দরুন প্রতি সোমবার দিনে আবু লাহাবের আযাব কিছুটা লাঘব হয়। উক্ত হাদীস দ্বারা উলামাদের অনেকেই মীলাদ শরীফের ভাল কাজ হওয়ার উপর দলিল পেশ করেছেন। ইমামুল কুররা হাফিজে হাদীস শামসুদ্দীন জাফারী (রহঃ) তদ্বীয় কিতাব **عرف التعريف بالمولد الشريف** এর মধ্যে লিখেছেনঃ

فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القران بذمه جوزى في النار بفرحه ليلة مولد النبي ﷺ فما حال المسلم الموحد من

أمـــة النبي ﷺ يسر بمولده ويبذل ما تصل إليـــه قدرته فـــي محبته ﷺ

অর্থাৎ, যার নিন্দায় ক্বোরআন শরীফ নাযিল হলো এমন জঘন্য কাফির আবু লাহাবকেও যদি হুজুরে পাকের জন্মের উপর খুশী প্রকাশ করার প্রতিদান দেয়া হলো দোযখের অভ্যন্তরে, তা'হলে হুজুরের উম্মতের একজন তাওহীদবাদী মুসলমান তাঁর জন্মের উপর খুশী প্রকাশ করলে এবং নিজের সাধ্যানুযায়ী হুজুরের মহব্বতে অর্থ ব্যয় করলে সে যে অধিক প্রতিদানের যোগ্য হবে বলাই বাহুল্য।

শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছে দেহ্‌লবী (রহঃ)

- শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছে দেহ্‌লবী (রহঃ) مدارج النبوة কিতাবে লিখেন-

درینجا سند است هر اهل موالد را که در شب میلاد آنحضرت ﷺ سرور کنند و بذل اموال نمایند.

অর্থাৎ, আবু লাহাবের আযাব লাঘবের হাদীছের মধ্যে বিশেষ করে মীলাদ অনুষ্ঠানকারীদের জন্য দলিল রয়েছে যারা হুজুরের জন্ম তারিখে খুশী ও উল্লাস প্রকাশ করেন এবং মাল খরচ করে থাকেন।

স্বয়ং হুজুরের আদত মোবারক

অনেক উলামায়ে কেরাম সহীহ মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলিল পেশ করেন। হাদীসটি এইঃ

سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولـــدت و فيه أنزل على.

অর্থাৎ, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করেন এ দিবসে আমি এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছি, এবং এ তারিখেই আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল।

এখানে এ কথাটি সুস্পষ্ট যে হুজুরে পাক স্বীয় ইহ জন্মের শুক্‌রিয়া হিসেবেই এ রোযাটি রাখতেন এবং অন্যদেরকেও রাখার জন্য বলতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে হুজুরের জন্ম দিবসে শুকরিয়া আদায় করা বাঞ্চনীয়।

একটি প্রশ্ন ও জবাব

কারো কারো মতে হুজুরে পাক তাঁর শুভ জন্মের শুক্‌রিয়া আদায়ের জন্য যখন কেবল রোযাই রেখেছেন, এমতাবস্থায় উক্ত মহান নিয়ামতের শুক্‌রিয়া হিসেবে কেবল রোযাই রাখা উচিত, এবং অন্য কিছু না করাই উচিৎ।

এর জবাবে বলা যায়, শুক্‌রিয়া আদায়ের যতসব জায়েয পন্থা রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করার জন্যে সে সকল পন্থাকেই আমলে আনা জায়েয এবং উত্তম হবে, কেননা কেবল রোযা রেখেই শুক্‌রিয়া আদায় করতে হবে তার কোন দলিল নেই। আর হুজুর পাকের শুধু রোযার মাধ্যমেই শুকরিয়া আদায় করা উম্মতের প্রতি দয়া এবং তাদেরকে কষ্টের মধ্যে না ফেলার জন্যই ছিল। হাফিজে হাদীস ইবনে হাজার আছক্বালানী (রহঃ) বলেন,

اَلشُّكْرُ لِلّٰهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُوْدِ والصِّيَـــامِ والصَّدَقَـــةِ وَالتِّلَاوَةِ لَيَنْبَغِيْ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيْهِ عَلَى ما يُفْهَمُ بِهِ الشُّكْرُ لِلّٰهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ والصَّدَقَـــةِ وَإِنْشَـــادَ شَيْءٍ مِنَ الْمَدائِحِ النُّبُوَّةِ.

অর্থাৎ, সেজদা, রোযা, ছদক্বা, তেলাওয়াত ইত্যাদি নানা এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া হতে পারে। তাই আল্লাহর শুকর বুঝায় এমন যে কোন আমলের মাধ্যমেই শুক্‌রিয়া আদায় করতে হবে, যেমন, উল্লেখিত কাজ সমূহ বা খাবার পরিবেশন বা হুজুরের প্রশংসা সূচক কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি।

ইমাম আবু আব্দিল্লাহ ইবনুল হাজ্জ **المدخل** এর মধ্যে লিখেন-

فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير شكرا للمولى علــى ما أولانا به من هذه النعم العظيمة وإن كان النبي ﷺ لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات وما ذالك إلا برحمتــه ﷺ بأمته ورفقة بهم.

অর্থাৎ, মহান নিয়ামত দ্বারা আমাদেরকে ভূষিত আমাদেরকে ভূষিত করেছেন এর উপর মাওলার শুকর আদায় করনার্থে এ মাসে বেশী বেশী এবাদত এবং পূণ্যের কাজ সমূহ করা উচিত। যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্মের মাসে অন্য মাসের চেয়ে বেশী কোন এবাদত করেননি উম্মতের প্রতি দয়া এবং স্নেহের কারণে।

একটু অগ্রসর হয়ে আবার লিখেন,

فالجواب أن ذلك لما علم من عادته الكريمة أنه يريد التخفيــف من أمته شيئا فيما كان بحقه.

অর্থাৎ, হুজুরে পাক অন্য মাসের চেয়ে তাঁর জন্ম মাসে শুকরিয়া স্বরূপ বেশী করে এবাদত করতেন না কেন? এর জবাব হলো এই যে, উম্মতের জীবন চলার পথকে সহজ বা হাল্কা করা। বিশেষ করে হুজুরের নিজের হকে ব্যাপারে এটা ছিল তাঁর নীতি বা অভ্যাস। এ মাসে শুকরিয়ার জন্য বেশী করে এবাদত করলে এর অনুসরণ উম্মতের উপর কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই এরূপ করেননি।

মীলাদ শরীফ সংক্রান্ত রচনাবলী

হাফিজে হাদীস ইমাম আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া (রহঃ) প্রণীতঃ

ألتنوير في مولد البشير والنذير - ٦٣٣ هجري

হাফিজে হাদীস ইমাম ইবনে কছীর (রঃ) প্রণীতঃ

مولد رسول الله - ٧٧٤ هجري

হাফিজে হাদীস ইমাম শামছুদ্দীন বিন জাযরী (রহঃ) প্রণীতঃ

عرف التعريف بالمولد الشريف

হাফিজ ইমাম শামছুদ্দীন দিমাস্কী (রহঃ) এর-

مورد الصادي في مولد الهادي

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) এর-

المولد الشريف

ইবন হাজার আছক্বালানী (রহঃ) এর

المولد الكبير – ٨٥٢ هجري

মুল্লা আলী ক্বারী (রহ আলী ক্বারী (রহঃ)-এর

المورد الروي في مولد النبي – ١٠١٤ هجري

শেখ মুহাম্মদ তুগরাল (রহঃ)-এর

الدر المنظم

আল্লামা জাফর ইবনে হুসাইন বরজিনজী (রহঃ)-এর

عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر (برزنجبى) ١٧٦٣م.

المورد الهني في المولد السني للحافظ زين العراقي رح

حسن المقصد في عمل المولد للحافظ جلال الدين السـيوطي رح ٩١١ هجري.

اتمام النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد ادم للامام ابن حجر هيتمى رح

تحرير الكلام في القيام عند ذكر سيد ولد ادم للامام ابن حجر هيتمى رح

اشباع الكلام في اثبات المولد والقيـــام لمولانـــا ســلامة الله كانفوري[رح]

الملخص لهادي البنجال مولانا كرامت علي جونفوري[رح]

جزء في المولد الشريف للامام السخاوي[رح] - ٩٠٢ هجري.

جامع الاثار في مولد النبي المختار للحافظ ابن نـــاصر الديــن دمشقي[رح] - ٨٤٢ هجري

الباعث على انكار البدع والحوادث للامام ابو شامه[رح]

تنظم البديع في مولد النبي الشفيع للامام يوسف بن اســـمعيل نبهاني[رح]

سمط الذرور في اخبار مولد خير البشر للامام علي بن محمـــد الحبشي[رح]

مولد الغرب للشيخ محمد الغرب[رح]

سعيد البيان في مولد سيد الانس والجان للشاه احمـــد ســعيد الدهلوي[رح]

اثبات المولد والقيام للشاه احمد سعيد الدهلوي[رح]

خير المورد في احتفال المولد للشا ابو الحسن زيد فاروقي[رح]

انور الساطعه در بيان مولد و فاتحه لمولانـــا عبــد الســميع رامفوري[رح]

حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للعلامة السيد محمد بن علوي المكى

مولد المصطفى للاستاذ خير الدين دائلي

التحقيق التام لاستحباب عمل المولد القيام لمحمد اشرف شاذلي مراد آبادي

উলামায়ে দ্বীন আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় এর ধরনের আরো বহু কিতাব লিখে গেছেন। সার কথা এই যে, অন্যান্য পূণ্যের কাজ ও এবাদত বন্দেগীর মত মীলাদ শরীফের প্রতিও উলামা মাশায়েখ এবং মুহাদ্দিছীনে কেরাম পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন এবং ইহা মুস্তাহাব ও ভাল কাজ হওয়ার দলিলাদী সমন্বিত করা আহাদিছে নববী থেকে দলিলাদী সংগ্রহ ও বের করা এবং মীলাদ শরীফের বর্ণনা সমূহ প্রণয়ন করার মধ্যে তাঁরা কোন কমতি করেননি। শুধুমাত্র দলিল সংগ্রহ আর দলিল পেশ করেই ক্ষান্ত হয়ে যাননি বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং বরকতের উপায় মনে করে তাঁরা মীলাদ শরীফের মাহফিল সমূহে শরীক হতেন। যেমন-মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর কিতাব **المورد الروي** এর মধ্যে লিখেন-

ومن تعظيم مشائخهم وعلمائهم لهذا المولد المعظم والمجلس المكرم أنه لا يأبى في حضوره ويجتمع فيه أئمة العلماء الأعيان

অর্থাৎ, উলামা মাশায়েখ এ পবিত্র মীলাদ মাহফিলের এতই তা'যীম করতেন যে, অনুষ্ঠানে উপস্থিতিতে কোন আপত্তি তুলতেন না বরং উলামাদের শীর্ষ স্থানীয় ইমামগণ উক্ত অনুষ্ঠানে এসে জমায়েত হতেন।

পূর্ববর্তী নেককার উলামা ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছীনের পেশকৃত দলিলাদী, প্রণীত কিতাবাদী, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে স্বয়ং তাদের অংশ গ্রহণ এসবের দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, 'মীলাদ শরীফ শুধুমাত্র জাহিল পীরদের একটা মনগড়া বিষয়' নয়, যেরূপ কিছু সংখ্যক লোক ধারণা পোষণ করে

থাকেন, বরং মীলাদ শরীফের বর্তমান রূপ, অর্থাৎ মাহফিলের মধ্যে লোকজনের সমবেত হওয়া, ক্বোরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করা, হুজুরের জন্ম সময়কার আশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা, ছদক্বা-খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া প্রকাশ করা এ সমস্ত বিষয়ই সে জামানার উলামা-মাশায়েখ উদ্ভাবন করেছেন এবং মুহাদ্দিছগণ আল-হাদীছে নববী এবং কুরূনে ছালাছা তথা ছাহাবা, তাবেয়ী, তবে তাবিয়ীনের যুগের আমল থেকে মীলাদ শরীফ মুস্তাহাব ও উক্ত কাজ হওয়ার দলিল বের করে কিতাব প্রণয়ন এবং অনুষ্ঠানে নিজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে এই নেক কাজটি জারী করে গেছেন। কথাটির বিষদ বিশ্লেষনের জন্য প্রখ্যাত উলামা ও মহাদ্দিছীনে কেরামের কতিপয় উক্তি নমুনা স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা উচিৎ মনে করছি।

মীলাদ শরীফ সম্পর্কে মুহাদ্দিছীন এবং উলামায়ে দ্বীনের উক্তি সমূহঃ

এক

ইমাম নববী (রহঃ) এর উস্তাদ হাফিজে হাদীস শেহাবুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল (রহঃ) (উফাত ৬৬৫ হিজরী) তদ্বীয় কিতাব البعث এর মধ্যে বিদাতের রদে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বিদাতে হাছনা বা উত্তম বিদআতের উপর আলোচনার এক পর্যায়ে মীলাদ শরীফের মুস্তাহাব বা ভাল কাজ হওয়ার উপর জোর দিয়ে লিখেন-

ومن احسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي ﷺ من الصدقات وإظهار الزينة والسرور فإن ذالك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي ﷺ وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله والشكر لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين ﷺ وكان أول من فعل

بذالك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا احد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذالك صاحب إربل وغيره رحمهم الله تعالى. (الباعث على إنكار البدع والحوادث مطبوعة مصر ص ١٥-١٦)

অর্থাৎ, আমাদের জামানায় (ইমাম নববীর উস্তাদ হাফিজে হাদীস শিহাবুদ্দীনের জামানায়) নব উদ্ভাবিত অথচ ভাল কাজ সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই কাজ যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম দিবস ইরবল শহরে প্রতি বছর পালন করা হয়। অর্থাৎ ছদক্বা খয়রাত করা, সাজ-সজ্জা করা এবং আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা কেননা ইহা হচ্ছে দীন দুঃখীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের পাশাপাশি অন্তরের মধ্যে হুজুরে পাকের ভালবাসা ও তাযীমের ইংগিতবাহী এবং আল্লাহ তা'লা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়ে যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন, তার উপর আল্লাহর শুকর। এ কাজটি মাওছিল শহরে সর্বপ্রথম যিনি করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শায়খ ওমর বিন মুহাম্মদ (মোল্লা) অর্থাৎ (মহাপিন্ডত)। জামানা প্রখ্যাত বুযুর্গদের একজন এবং তাঁরই অনুসরণ করে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে থাকেন ইরবলের বাদশাহ অত্যন্ত জাঁকজমকে। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন।

(আল বাইছ আলা ইনকারিল বিদএ ওয়াল হাওয়াদিছ, মিছরী ছাপা পৃঃ ১৫, ১৬)

দুই

শায়খুল ইসলাম হাফিজে হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হযরত আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

اصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلثة. ولكنها مع ذالك اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة.

অর্থাৎ মীলাদ শরীফের আমল আসলে একটি বিদাত যা ক্বরূনে ছালাছা ছাহাবা, তাবেয়ী, তবেতাবেয়ীর যুগের মনীষীগণ হতে বর্ণিত নয়, তবে আমলটি কিছু ভাল কাজ এবং গর্হিত কাজগুলো পরিহার করে নেয়, তাহলে ইহা বিদাতে হাছানা বা উত্তম বেদাত হবে। অতঃপর তিনি মীলাদ শরীফ ভাল কাজ বলে দলিলাদী পেশ করেন যা পূর্বে উল্লেখ করেছি এর পর তিনি মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কি কি কর্তব্য সে সম্পর্কে বলেন-

أما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر على ما يفهم به الشكر للـــه تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعــــام والصدقــة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة (ألحاوي للفتاوى للسيوطى)

অর্থাৎ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কুরআন থেকে তেলওয়াত করা, খাবার দান করা, ছদক্বা খয়রাত করা, হুজুরের প্রশংসামূলক কবিতা সমূহ থেকে আবৃত্তি করা এবং এ ধরণের আরো এমন সব কাজ করা উচিৎ যেগুলো আল্লাহর শুকুর বুঝায় আর মনকে পূণ্যের কাজ এবং এবং আখেরাতের আমলের দিকে তাড়িত করে।

তিন

ইমামুল কুররা হাফিজে হাদীস শামছুদ্দিন বিন জাযরী (রহঃ) লিখেন,

فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القران بذمه جوزى في النار بفرحه ليلة مولد النبي ﷺ به فما حال الموحد المسلم من أمـــة النبي ﷺ يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبتـه ﷺ ولعمري إنما يكون جزائه من الله الكريم أن يدخلـــه بفضلـــه جنات النعيم. (عرف التعريف بالمولد الشريف).

অর্থাৎ যার নিন্দায় কোরআন নাযিল হলো এমন জঘন্য কাফের আবু লাহাবকেও যদি হুজুরের জন্ম রাত্রিতে খুশী প্রকাশ করার উপর পুরস্কৃত করা হলো দোযখের ভিতরে, তাহলে হুজুরের উম্মতের একজন তৌহিদবাদী মুসলমান তাঁর জন্মের খুশী প্রকাশ করলে এবং সাধ্যনুসারে হুজুরের মহব্বতে অর্থ ব্যয় করলে সে যে কত বেশী পুরস্কৃত হবে তা বলার অপেক্ষ রাখে না। আমার জীবনের শপথ নিয়ে বলছি এ ব্যক্তির পুরস্কার হবে এটাই যে, মহান আল্লাহ তাকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে নাঈম এ স্থান দিবেন।

চার

হাফিজে হাদীস আবুল ফয়েজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী লিখেন,

لازال أهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي ﷺ ويفرحون بقدوم هلال ربيع الأول ويغتسلون ويلبسون الثياب الفاخرة ويتز ينون بأنواع الزينة ويتطيبون ويكتحلون ويأتون بالسرور في هذه الأيام ويبذلون على الناس بما كان عندهم من المضروب والأجناس ويهتمون اهتماما بليغا على السماع والقراءة لمولد النبي ﷺ وينالون بذالك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. (الدر المنظم صفحة ١٥ نقلا عن المولد الشريف لابن الجوزي)

অর্থাৎ হারামাইন শরীফ, মিশর, ইয়ামন, সিরিয়া এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আরবের সকল শহর নগরের অধিবাসীদের মধ্যে অব্যাহত ভাবে এ নিয়ম চলে আসছে যে, তা'রা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মীলাদের অনুষ্ঠান করেন। রবিউল আউয়ালের নতুন চাঁদের আগমনে উল্লাসিত হন, গোসল করেন, দামী পোষাক পরিধান করেন, নানা প্রকার সাজ-সজ্জা

করেন, সুগন্ধি ব্যবহার করেন, সুরমা লাগান (রবিউল আউয়ালের) এই দিনগুলোতে আনন্দ উৎসব করেন, হাতের সম্পদ টাকা পয়সা মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মীলাদ শরীফ পাঠ ও শ্রবণের ব্যবস্থা করে অধিক ছোয়াব এবং বিরাট সাফল্য অর্জন করেন। (আদ্দুররুল মুনাজ্জাম পৃষ্ঠা-৮৫)

পাঁচ

ইমাম অলিউদ্দীন আবু জারআ ইরাকী (রহঃ) (উফাত ৮৩৬) লিখেনঃ

الوليمة وإطعام الطعام مستحب كل وقت فكيف إذا انضم السرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف (المولد الكبير لابن حجر)

অর্থাৎ জিয়াফত এবং খাবার দান সকল সময়ই মুস্তাহাব কাজ। এর সাথে যদি হুজুরে পাকের আবির্ভাবের খুশী ও মিলিত হয়, তাহলে কতইনা উত্তম হয়। (আল মাওলিদুল কবির লি ইবনে হাজার)

ইমাম আবু জারআ ইরাকীল পিতা হাফিজে হাদীস জয়নুদ্দীন ইরাকী ও মীলাদ শরীফের সমর্থক ছিলেন। তিনি মীলাদ শরীফের রেওয়ায়েত সমূহ লিপিবদ্ধ করে একখানা কিতাব লিখেন। কিতাব খানার নাম হলোঃ **"المورد الهني"**

ছয়

হাফিজে হাদীস আবুল খঅয়র ছাখাবী (রহঃ) স্বীয় ফাতওয়ার মধ্যে লিখেন-

اصل عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما أحدث بعد ها بالمقاصد الحسنة ثم لازال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار

يَحْتَفِلُوْنَ فِيْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ ﷺ بِعَمَلِ الْوَلَائِمِ الْبَدِيْعَـــةِ (الْمَـــوْرِدُ الرَّوِيُّ فِيْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ لملا علي قارى)

অর্থাৎ, মীলাদ শরীফের আমল আসলে ক্বরূনে ছালাছা তথা ছাহাবা, তাবেরী, তবেতাবেয়ীর যুগের মনীষীগণ হতে বর্ণিত নয়। ক্বরূনে ছালাছার পর ইহা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তখন থেকেই মুসলিমগ জাহানের দিকে দিকে বড় বড় শহরে নগরে ব্যাপক ভাবে হুজুরে পাকের জন্ম মাসে মুসলমানগণ মীলাদ অনুষ্ঠান করে আসছেন। অনুষ্ঠানে ভাল ভাল খাবার পরিবেশন সহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করেন।

সাত

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) স্বীয় কিতাবের মধ্য লিখন

قَالَ الْإِمَامُ السَّخَاوِيْ وَكُنْتُ مِمَّنْ تَشَرَّفَ بِإِدْرَاكِ الْمَوْلِدِ فِيْ مَكَّــةَ الْمُشَرَّفَةِ عِدَةَ سِنِيْنَ وَتَعَرَّفَ مَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ بَرَكَةٍ.

অর্থাৎ ইমাম ছাখাবী (রহঃ) বলেন, মক্কা মোকাররামায় কয়েক বছর ধরে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার এবং তার বরকত অনুধাবন করা সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছিলেন, আমিও তা'দের একজন।

আট

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) লিখেন-

أن اصل المولد الذي هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسَّـــر مـــن القران ورواية الاخبار الواردة في مبداء امر النبـــي ﷺ ومـــا وقع في مولده من الايات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذالك هو من البدع الحسنة التـــي يثـــاب

عليها صاحبها لـما فيه من تعظيم قـدر النبـي ﷺ واظـهار الفرح والاستبشار بمولد الشريف (حسن المقصـد فـي عمـل المولد للسيوطى)

অর্থাৎ, লোকজন সমবেত হওয়া, ক্বোরআন পাক থেকে তিলাওয়াত করা, হুজুরে পাকের এ দুনিয়ায় আবির্ভাবের সময়কার হাল হক্বীক্বত সম্পর্কীয় রেওয়ায়েত সমূহ এবং আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা, অতঃপর দস্তরখাঁ বিছিয়ে খানা পরিবেশন করা, আর অতিরিক্ত কোন গর্হিত কাজ না করা এটাই হচ্ছে আসল মীলাদ। ইহা বিদাতে হাছানা এর অন্তর্ভূক্ত। এতে অংশ গ্রহণকারীদেরকে ছওয়াব দেয়া হয়, কেননা এর মধ্যে রয়েছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাযীম এবং তাঁর ইহজন্মের উপর খুশী ও আনন্দের প্রকাশ।

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) স্বীয় কিতাবের মধ্যে মীলাদ শরীফ উত্তম কাজ হওয়ার দলিল পেশ করে হাফিজে হাদীস ইবনে হাজার (রহঃ) ও হাফিজে হাদীস শামছুদ্দীন বিন জাযরী দিমাস্কী প্রমুকের উক্তি ও দলিল সমূহ নিজের সমর্থনে উল্লেখ করেন, আর আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানীর المـورد নামক পুস্তিকার রদ করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে খন্ডন করেন।

নয়

শায়খ ছাদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর জযরী (রহঃ) লিখেন

هذه بدعة لا بأس بها ولا تكره البدع إلا إذا راغم السنة وأمـا إذا لم تراغمها فلا تكره ويثاب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي ﷺ (السيرة الشامية)

অর্থাৎ, মীলাদ শরীফ একটি বিদআত যা করতে কোন বাধা নেই, বিদআত যদি সুন্নাতে বিপরীত না হয় তাহলে ইহা মন্দ বিদআত হয় না। হুজুরে পাকের জন্মের উপর আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা মকসুদ বা উদ্দেশ্য হওয়ায় মীলাদ শরীফে অংশ গ্রহণকারীকে বরং ছওয়াব দেয়া হবে।

দশ

শায়খ নছীর উদ্দিন তায়ালিছি (রহঃ) বলেন-

هذا من السنة ولكن إذا أنفق هذه اليوم وإظهار السرور فرحا بدخول النبي ﷺ (السيرة الشامية)

অর্থাৎ, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার খুশি প্রকাশ করতে গিয়ে এদিনে যদি ছদক্বা খয়রাত করা হয়, তা'হলে ইহা যে সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত হবে তা'আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এগার

আল্লামা ইবনে হাজার হায়তাম্মী (রহঃ) লিখেন-

والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وهى ما وافق شيئا مما مر ولم يلزم من فعله محذور شرعي ومنها ما هو فرض كفاية كتصنيف العلوم ونحوها مما مر قال الإمام أبوشامة رحمه الله تعالى و من أحسن ما أبتدع في زماننا من هذه القبيل ما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده ﷺ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذالك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي ﷺ و تعظيمه

و جلاله فيء فاعل ذالك. (فتح المبين لشرح الاربعين للشـــيخ ابن حجر هيتمى)

অর্থাৎ, বর্ণিত কাজ সমূহের ন্যায় যত কাজই এমন হবে যা করতে শরীয়তের কোন নিষেধ বাধা নেই, তা'ভাল এবং উত্তম হওয়ার মধ্যে কারো দ্বি-মত নেই। বরং তন্মধ্যে কোনটি ফরজে কেফায়াও রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ইলীম বা বিদ্যার উপর পুস্তক প্রণয়ন করা ইত্যাদি যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু শামা (রহঃ) বলেন-আমাদের জামানায় নব উদ্ভাবিত অথচ ভাল কাজ সমূহে মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই কাজ যা'হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবসে করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ছদক্বা, খয়রাত সাজ-সজ্জা ইত্যাদি। কেননা এগুলো হচ্ছে দীন-দুঃখীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের পাশাপাশি মনের মধ্যে হুজুরে পাকের প্রতি ভালবাসা ও তা'যীমের ইঙ্গীত বহনকারী।

বার

আল্লামা জহির উদ্দিন বিন জাফর (রহঃ) বলেন,

هى بدعة حسنة إذا فصد فاعلها جمع الصالحين والصلوة علـى النبي ﷺ وإطعام الطعام للفقراء والمساكين. (السيرة الشامية)

অর্থাৎ, ইহা একটি উত্তম বিদআত যখন এ অনুষ্ঠানকারীর উদেশ্য হবে নেককারদেরকে জামায়েত করা, নবী পাকের উপর দুরূদ পাঠ করা এবং ফকীর মিসকীনদের খাবার দান করা।

তের

শায়খ জামালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালিক (রহঃ) বলেন,

فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور وإجابة من دعـاه رب الوليمة والحضور (السيرة الشامية)

অর্থাৎ, হুজুরে পাকের জন্মের উপর খুশী প্রকাশ করা, টাকা-পয়সা খরচ করা এবং জিয়াফতকারী ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা একটি উচিত কাজ।

চৌদ্দ

আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন তুগরাল (রহঃ) বলেন,

وقد عمل المحبون للنبي ﷺ فرحا بمولده الولائم فمن ذالك ما عمله بالقاهرة المغربية من الولائم الكبار الشيخ أبو الحسن المعروف بابن فضل شيخ شيخنا أبي عبد الله محمد بن نعمان وعمل ذالك قبله الشيخ جمال الدين العجمي الهمداني . الدر المنظم)

অর্থাৎ, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের উপর খুশী প্রকাশ করতে গিয়ে প্রেমিকগণ দাওয়াতী খানা বা জিয়াফতের ব্যবস্থা করেন। কায়রোতে এমনি ধরনের একটি মহা আয়োজন করতেন। শায়খ আবুল হাছান যিনি ইবনে ফজল নামে খ্যাত এবং আমাদের শায়েখ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন নোমানেরও তিনি ওস্তাদ। এর আগে শায়খ জামালুদ্দীন আজমী হামদানী (রহঃ) ও এরূপ বড় জিয়াফতের ব্যবস্থা করতেন।

পনের

শায়খ নাছিরুদ্দীন মুবারক বিন বেতাহ (রহঃ) বলেন

إذا انفق المنفق تلك الليلة وجمع جمعا وإطعمهم ما يجوز واسمعهم ما يجوز سماعه كل ذالك سرورا بمولد النبي ﷺ فجميع ذالك جائز ويثاب فاعله إذا أحسن القصد به

অর্থাৎ, এ রাত্রিতে (হুজুরের জন্ম রাত) কোন খরচকারী যদি টাকা পয়সা খরচ করে এবং হালাল বিষয় শুনায় আর এসব কিছু হুজুরে পাকের জন্মের খুশীতে করে থাকে তাহলে এসব জায়েয হবে, এবং উক্ত খরচকারী ব্যক্তিকে ছওয়াব দেয়া হবে যদি উদ্দেশ্য নেক হয়।

ষোল

ইমাম কস্তল্লানী (রহঃ)

সহীহ বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইমাম কস্তল্লানী (রহঃ) তদ্বীয় কিতাবের মধ্যে মীলাদ শরীফকে বিভিন্ন দলিলাদী এবং উলামাগণের উক্তি দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণ করে লিখেন,

لازال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولد النبي ﷺ ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم (مواهب لدنية جلد أول)

অর্থাৎ, সর্বদাই মুসলমানদের মধ্যে ইহা চলে আসছে যে, তারা হুজুরে পাকের জন্মের মাসে অনুষ্ঠান করেন, দাওয়াতী খানা তৈরী করে মানুষকে খাওয়ান, রাত্রি সমূহে বিভিন্ন ধরনের ছদক্বা খয়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন, দান-দক্ষিণা বেশী বেশী করেন এবং গুরুত্ব ও মনযোগের সহিত মীলাদ শরীফ পাঠ করেন। ফলে তারা আল্লাহর তরফ থেকে ব্যাপক দয়া ও বরকত লাভ করে থাকেন।

সতের

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বাক্বী যুরক্বানী (রহঃ)

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার ভাষ্যকার আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বাক্বী যুরক্বানী (রহঃ) উপরোল্লিখিত এবারতের মধ্যে মীলাদ শরীফ মুস্তাহাব হওয়ার রায় দিয়েছেন। **(شرح زرقاني على المواهب)**

আটার

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ও এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাফিজে হাদীস ইবনে হাজার আছক্বালানী (রহঃ) হাফিজে হাদীস ইবনে জওযী (রহঃ), হাফিজে হাদীস সামছুদ্দীন জায়রী (রহঃ), ইমাম ছাখাবী (রহঃ) প্রমুখ উলামা ও মুহাদ্দিসীনের উক্তি সমূহ উল্লেখ পূর্বক লিখেন,

ثم لازال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلــون في شهر مولده ويعتنون بقراءة المولد الكريم. (المورد الروي في مولد النبي مؤلفه ملا على قاري)

অর্থাৎ, মীলাদ শরীফ উদ্ভাবিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের দিকে দিকে এবং বড় বড় শহরে নগরে মুসলমানগণ হুজুরের জন্ম মাসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মীলাদ অনুষ্ঠান করে আসছেন।

উনিশ

ইমাম হাফিজ ইবনে তাইময়া (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হিজরী)

তাঁর বিখ্যাত কিতাব **اقتضاء الصراط المستقيم** এ লিখেন

وكذالك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى في ميــلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبي ﷺ و تعظيما له والله قــد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. صفح- ٣١٣)

অর্থাৎ- আর কিছু লোক নাসারাদের অনুকরণে মীলাদুন্নবী মাহফিলের নামে বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন তারা ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মদিনে করে থাকে। আর যদি (মীলাদ মাহফিল) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বাত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য করা হয়ে থাকে তবে আল্লাহ এ মুহাব্বাত ও সম্মান প্রদর্শনের কারণে সওয়াব বা প্রতিদান দেবেন।

একই কিতাবের অন্যত্র তিনি আরো লিখেন-

فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصدة وتعظيمة لرسول الله ﷺ صفح - ٣١٥

অর্থাৎ বরং ঐ দিনে (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোবারক জন্মদিন) পরিপূর্ণ রূপে অনুষ্ঠান করা এবং এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, উত্তম নিয়ত এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বাত প্রদর্শন বড় প্রতিদানের কারণ হবে।

বিশ

আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলাবী আল্ মালেকী আল্ হাসানী মক্কী

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈধতায় তিনি লিখেন

ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرع والسرور بالمصطفي ﷺ وقد انتفع به فقد جاء في البخاري انه يخفف عن ابي لهب كل يوم الاثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفي ﷺ (حول الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف)

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহ মীলাদুন্নবী (সঃ) এর মাহফিল নবী পাকের মোবারক জন্মের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশার্থে হয়ে থাকে। আর এ ধরনের আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে খুদ কাফেরও তো উপকৃত হয়েছে। সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে- প্রতি সোমবার আবু লাহাবের আজাব হালকা করে দেয়া হয়, কেননা সে নবীজির শুভ জন্মের সু সংবাদ প্রদান কারীনী আপনদাসী সোয়াইবাকে আনন্দিত হয়ে আজাদ করে দিয়েছিল।

মীলাদ শরীফের ব্যাপারে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামাগণের উক্তি

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) তিনি তাঁর ما ثبت بالسنة কিতাবে লিখেনঃ

لازَال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولد النبي ﷺ ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرّات ويعتنون بقراءة مولده الكريم . ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميمٍ جُرب من خواصّه انه أمَانٌ في ذالك العام وبُشرى عاجلةٌ بنيل البغْية والمرام فرحم الله إمْرءً اتَّخذ ليالي مولده المبارك أعياداً ليكون اشدَّ علةً على منْ في قلبه مرضٌ وعنادٌ.

বঙ্গানুবাদঃ সর্বদা ইহা চলে আসছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম মাসে মুসলমানগণ মীলাদ অনুষ্ঠান করে মানুষের জন্য দাওয়াতী খানার আয়োজন করেন। ঐদিন সমূহে বিভিন্ন ধরনের ছদক্বা-খয়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন, মুক্ত হস্তে দান-দক্ষিনা করেন। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মীলাদ পাঠ করে তাঁরা আল্লাহর দয়া এবং বরকত লাভ করে থাকেন। মীলাদ শরীফ পাঠের পরীক্ষিত খাছিয়ত এই যে, সারা বৎসর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান বা নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ হয় এবং মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। আল্লাহ রহম করুন (সেই ব্যক্তির যিনি হুজুরের জন্ম তারিখকে আনন্দ খুশীর দিন বানিয়ে নেন, যেন এতে রুগ্ন হৃদয় আরো রুগাক্রান্ত হয়।)

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ)

খাজা হুসামুদ্দীন আহমদ (রহঃ) মুজাদ্দিদে আলফে ছানী হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী (রহঃ) কে মীলাদ শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে প্রতি উত্তরে তিনি বলেন,

دیگر درباب مولود خوانی اندراج یافتہ بود - در نفس قران خواندن بصوت حسن و قصائد نعت و منقبت خواندن چہ مضائقہ است - ممنوع تحریف و تغیر حروف قران است والتزام رعایت مقامات نغمہ و تبرید صوت باں طریق الحان باتصفیق مناسب آنکہ در شعر نیز غیر مباح است - اگر ہر نہج خوانند کہ تحریفے در کلمات قران واقع نشود و در قصائد خواندن شروط مذکورہ متحقق نگردد و آں ہم بغرض صحیح تجویز نمایند چہ مانع است (مکتوبات امام ربانی جلد سوم مکتوب نمبر ۷۲)

বঙ্গানুবাদঃ সুমিষ্ট আওয়াজে ক্বোরআন পাঠ এবং হুজুরের শানে সুন্দর ক্বাছিদাবলী আবৃত্তি করতে কি বাধা আছে? নিষিদ্ধ হচ্ছে ক্বোরআন শরীফের হরফ বা অক্ষর সমূহের মধ্যে পরিবর্তন বা গানের তাল বা ছন্দ অবলম্বন স্বরের উত্থান-পতন যা সাধারণ কবিতার মধ্যেও জায়েয নেই। যদি মীলাদ শরীফ এমনভাবে পড়া হয় যে, ক্বোরআনের শব্দাবলীর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আপতিত হয় এবং ক্বাছিদা আবৃত্তির মধ্যেও উপরোক্ত গানের ছন্দ বা তালের অনুসরণ করা না হয়, তাহলে এরূপ মীলাদ শরীফ পাঠে কি বাধা আছে। (মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ৩য় খন্ড, মাকতুব নং ৭২)

যেহেতু হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবের জামানায় অনেক মুর্খ লোক অসমর্থিত পন্থায় মীলাদ শরীফ পাঠ শুরু করে দিয়েছিল এবং কোথাও কোথাও মীলাদ মাহফিলে শরীফত বিরোধী কার্যাবলীও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই

মুজাদ্দিদ ছাহেব এ ধরনের মীলাদ খানি থেকে নিষেধ করেতেন, স্পষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়।

হাল জামানার অনেক মীলাদ বিরোধীরা মুজাদ্দিদ ছাহেবের উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে নিজের স্বপক্ষে উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি গোটা মীলাদকেই মানা করতেন। অথচ ইহা একেবারেই অবাস্তব। তাঁরই মাকতুবাত গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়নকারীদের কাছে তা সুস্পষ্ট।

এবং হযরত খাজা আবু ছয়ীদ মুজাদ্দিদী ও একথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা মাযহার ছাহেব মুজাদ্দিদী দেহলবী (রহঃ) "**مقامات سعيدية**" কিতাবে লিখেন,

مي فرمودند كه خواند مولود شريف و قيام نزديك ذكر ولادت باسعادت مستحب است و رين باب رساله خاص دارند و دران تحقيق فرموده اند كه منع حضرت مجدد الف ثاني رحمة الله عليه از مولود خواني محمول بر سماع و غناست لا غير.

বঙ্গানুবাদঃ তিনি আরো বলেছেন, মাওলুদ শরীফ পাঠ করা এবং হুজুরের জন্মের উল্লেখের সময় কেয়াম করা বা দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে তাঁর একখানা পুস্তিকা রয়েছে। এ পুস্তিকায় তিনি বিষদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মীলাদ শরীফ থেকে মুজাদ্দিদ ছাহেবের মানা করা কেবল গান বাজনার উপরই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে মীলাদ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা হয় কেবল সেটা থেকেই তিনি নিষেধ করেছেন।

হযরত শাহ আব্দুর রহীম দেহলবী (রহঃ)

হযরত শাহ আব্দুর রহীম দেহলবী (রহঃ) সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য সন্তান ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) লিখেন,

اخبرني سيدى الوالد قال كنت اصنع في أيام المولد طعاما صلةً بالنبي فلم يُفتح لي سنة من السنين شيءً اصنع به طعامًا فلم أجد إلاَّ حِمصاً مفليا فقسمت بين الناس فرأيته ﷺ وبين يديه هذه الحمص مبتهجا بشاشاً (الدر الثمين في مبشرات النبي الامين للشاة ولى الله محدَّث الدهلوى)

বঙ্গানুবাদঃ আমার বুযুর্গ পিতা আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখে আমি তাঁর রূহের ছওয়াব রেসানীর জন্য হামেশা খানার আয়োজন করতাম। এক বছর সে তারিখে খানার আয়োজন করতে না পেরে কিছু ছানা আমি লোকজনের মধ্যে বিতরণ করলাম। অতঃপর আমি হুজুরে পাককে দেখতে পেলাম অত্যন্ত উজ্জ্বল আর হাসিমাখা চেহারা নিয়ে তিনি উপবিষ্ট আর সেই ছানাগুলো তাঁর সম্মুখে রাখা।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহঃ)

মীলাদ শরীফে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন,

كُنْتُ قَبْلَ ذَالِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِيْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يوْمِ ولادتِه والنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِيِّ ﷺ ويَذْكُرُوْنَ إرهاصاته الَّتِيْ ظهرتْ فِيْ ولادَتِهِ وَقبلَ بعثَتِهِ فرأَيْتُ اَنْوَارًا سطعتْ دَفْعَةً واحدَةً لا أَقُوْلُ أَنِّيْ أَدْرَكْتها بِبَصرِ الْجَسَدِ ولاَ أَقُولُ أدْرَكْتُهاَ بِبَصَرِ الرُّوْح واللّهُ أَعْلَمُ كَيْفِ كانَ الأمْرُ بِيْنَ هَذا وذَالِكَ فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْأَنْوَار فوجَدْتُّها

مِنْ قَبِيْلِ الْمَلٰئكة الْمُوَكَّلِيْنَ بِأَمْثَالِ هذه الْمَشَاهد وأَمْثَال هذه المجالس (فيوض الحرمين للشاه ولى الله)

বঙ্গানুবাদঃ আমি একবার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের তারিখে মক্কা মোয়াজ্জামার সেই ঘরে উপস্থিত ছিলাম যেখানে হুজুরের শুভ জন্ম হয়েছিল। লোকজন হুজুরের উপর দুরূদ পাঠ করছিলেন, হুজুরে পাকের জন্ম সময়কার এবং নবুওত প্রকাশের পূর্বেকার আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করছিলেন এমনি সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম নূর চমকাচ্ছে। আমি বললাম যে, তা আমার শরীরের চক্ষু দিয়ে দেখেছি আর এও বলব যে, রূহের চক্ষু দিয়ে দেখেছি। আল্লাহই জানেন, এ দুয়ের মাঝামাঝি কেমন একটা অবস্থা ছিল। আমি এ নূর গুলোর মধ্যে ধ্যান করলে বুঝতে পারলাম ইহা সে সমস্ত ফেরেস্তার নূর যারা এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত হোন।

হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

তিনি প্রতি বছর মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতেন। মুরাদাবাদের সমাজপতি আলী মুহাম্মদ খানের নামে শাহ ছাহেব যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিতে স্বীয় আস্তানায় বার্ষিক মীলাদ মাহফিলের কথা ব্যক্ত করে লিখেন।

باقی ماند مجلس مولود شریف پس حال ایں اینست کہ بتاریخ دوازدہم بشہر ربیع
الاول ہمیں کہ مردم موافق معمول سابق فراہم شدند و در خواندن درود فارسي
شریف مشغول گستند فقیر می آید اولا بعضے از احادیث فضائل آنحضرت ﷺ
مذکور می شود بعد ازاں ذکر ولادت باسعادت ونبذے از حال رضاع وحلیہ
شریف وبعضے از اثار کہ دریں آواں بظہور آمد بمعرض بیان می آید پستر ما صفر
از طعام باشیرنی فاتحہ خواندہ تقسیم آں ہر حاضرین مجلس می آشود (الدر

বঙ্গানুবাদঃ থেকে গেল মীলাদ অনুষ্ঠানের কথা। এর বিবরন হলো এই যে,রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে পূর্ব আভাসমত লোলজন এসে সমবেত হোন এবং দরূদ শরীফ পাঠে রত হোন। আমি ফকীর এসে প্রথমে হুজুরে পাকের শান ও মান সম্বলিত কিছু হাদীস তার পা হুজুরের জন্ম, দুধপান, শরীর মুবারকের গঠন আকৃতি এবং তাঁর জীবনের অলৌকিক কিছু ঘঠনাবলী আলোচনা করি। অতঃপর উপস্থিত খানা বা শিরনীর উপর ফাতিমা পাঠ করে তা উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা হয় । (শাহ মাওলানা আব্দুল হক্ব এলাহাবাদী প্রণীত **الدر المنظم**)

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছে দেহ্লবী (রহঃ)

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী (রহঃ) এর স্থলাভিষিক শায়খুস শুয়ুখ হযরত শাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) স্বীয় বিতাব **مائة مسائل.** ১৫ নং মাসআলায় লিখেন।

وقیاس عرس بر میلاد شریف غیر صحیح است زیرا کہ در مولود ذکر ولادت خیر البشر است وآں موجب فرحت وسرور است ودر شرع اجتماع برائے فرحت سرور کہ خالی از بدعات ومنکرات باشد آندہ واجتماع برائے حزن و شرور ثابت نہ شد وفی الواقع فرحت مثل فرحت ولادت آنحضرت ﷺ در دیگر امر نیست (مائۃ مسائل مسئلہ نمبر ۱۵)

বঙ্গানুবাদ ঃ মীলাদ শরীফের উপর উরসের কিয়াস করা ঠিক নয়।কেননা মীলাদ শরীফের মধ্যে হুজুরেপাকের জন্মের আলোচনা হয়। ইহা আনন্দ খুশীর কারণ, আর আনন্দ খুশীর জন্য সমবেত হওয়া বিদআত এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে মুক্ত হলে জায়েজ আছে,হুজুরের জন্মের খুশীর মত খুশী আর কোন কিছুতেই নেই।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনি মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক্ব দেহলবীর স্থলাভিষিক্ত উস্তাদুল উলামা হযরত শাহ আব্দুল গনি মুহাদ্দিছে দেহলবী মুহাজিরে মদনী (রহঃ) মীলাদ শরীফের মাহফিলে শরীক হতেন. যেমন তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ শাহ আব্দুল হক এলাহাবাদ (রহঃ) লিখেন.

کاتب الحروف غفرلہ اللہ میگوید کہ جناب حضرت مولانا و شیخنا و مرشدنا حضرت عمدۃ المفسرین وزبدۃ المحدثین جناب مولا شاہ عبد الغنی صاحب نقشبندی مجددی قدس سرہ را دیدہ است کہ در محفل مولود النبی ﷺ کہ در مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام بتاریخ دوازدہم ماہ ربیع الاول روز یکشنبہ ۱۲۸۷ھ در مسجد نبوی شدہ بود تشریف اوردہ شریک ایں محفل شریف شدند و ذکر مولود شریف کہ در صحن مسجد شریف بر ممبر کدامی از آئمہ یکے بعد از دیگرے متوجہ بطرف روضہ شریف شدہ می خواندند استماع فرمودند وقت قیام ذکر ولادت شریف فرمودند و حال و کیفیات ایں محفل شریف کہ ظہور شدہ بود خارج از حیطئہ تقریر است و نزد حضرت ایں شاں ترجیح بدلائل صحیحہ ہماں امور را بود کہ ہر آں بودند (الدر المنظم)

(رسالۂ اسرار محبت)

বঙ্গানুবাদ ঃ আমাদের শায়খ ও মুর্শিদ উমদাতুল মুফাস্‌সিরীন, জুবদাতুল মুহাদ্দিছীন জনাব মাওলানা শাহ আব্দুল গনি ছাহেব নকশবন্দী মুজাদ্দিদীকে আমি দেখছি মদীনায় রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে রবিবার দিনে মসজিদে নববীতে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে তিনি শরীফের অনুষ্ঠানে তিনি শরীক হন এবং মসজিদে নববীর আঙিনায় মিম্বরে বসে একের পা এক ইমামগণ

রওজা শরীফের দিকে মুখ করে হুজুরে পাকের জন্মের যে আলোচনা করছিলেন তা শুনেন। ক্বিয়াসের সময় সবার সাথে ক্বিয়াস ও করেন। এ পবিত্র মাহফিলে হাল ও বরকত যা প্রকাশ পেয়েছিলেন, তা বলার ভাষা নেই।

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী (রহঃ)

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইছহাক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) এর শাগরেদ কুতুবুল আকতার হযরত মাওলানা ফজলুর রহমানগঞ্জ মারাদাবাদী (রহঃ) এর উক্তি খাজা নুরুল হাছান স্বীয় কিতাব (**رسالئه اسرار محبت**) এর মধ্যে লিখেন, حضرت قطب الاقطاب مولانا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادیؒ نے فرمایا کہ میں مولانا محمد اسحاق صاحب دهلوی کے ساتھ مولود شریف میں جایا کرتا تھا- مخزن احمدی

বঙ্গানুবাদঃ হযরত কুতুবুল আক্বতার মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী (রহঃ) ফরমান যে, আমি মাওলানা ইছহাক্ব ছাহেব দেহলবী (রহঃ) এর সাথে মীলাদ শরীফে যেতাম।

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলবী (রহঃ)

ইমামে ত্বরীক্বর, মুজাহিদে মিল্লাত হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহঃ) এর জীবন গ্রন্থের মধ্যে তাঁর মীলাদ শরীফ পাঠ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মুরীদ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী **مخزن أحمدي** এর মধ্যে তার আরব সফরের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে গিয়ে এক পর্যায়ে লিখেন, যখন সৈয়দ ছাহেবের জাহাজ লঙ্কা নামক বিপদ সঙ্কুল জায়গায় পৌঁছলো, যেথায় যাত্রীদেরকে ভূত-পেরত, দেও-দানবরা খুবই যাতনা দিতে থাকত। তখন সৈয়দ ছাহেব সারাটি রাত জাগ্রত থেকে হিজবুল বাহার ইত্যাদি পড়তে থাকেন। যখন আল্লাহ তায়ালার কৃপায় দেও-দানবের হামলা থেকে নাজাত পেলেন এবং ভোর

হতে লাগলো তখন শুকরিয়া স্বরূপ মীলাদ শরীফ পাঠ করা হয়। "مَخْزَنِ أحْمَدِي" এর এবারত হুবহু উদ্ধৃত করা গেলঃ

تا آنکہ شب بپایاں رسید و صبح صادق بر مید و جہاز از مکان خوف و ہولناک بخیریت تمام بدر آمد و ہر گاہیکہ روز روشن شد ناخدا چند طبق حلوہ از حجرۂ خویش بیرو آوردہ مجلس مولود شریف منعقد کردہ بعد از اختتام قصائد مولود یہ شیرنی تقسیم نمود (مخزن احمدی از سید احمد برلوی)

বঙ্গানুবাদ ঃ অবশেষে রাত্রি যখন পোহাতে লাগল আর জাহাজ নিরাপদে বিপদ সঙ্কুল স্থানটি অতিক্রম করে গেল। সকাল বেলায় নাবিক, কয়েক থাল্মা হালুয়া নিয়ে নিজ নিজ কামরা থেকে বের হলো , তখন মীলাদ শরীফ পাঠ করা হলো। তারপর শিরনী বিতরণ করা হলো।

হযরত ইসমাঈল শহীদ দেহ্‌লবী (রহঃ)

এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট কোন উক্তি পাওয়া যায়নি, তবে মাওলানা রশীদুদ্দীন খান দেহলবীর চৌদ্দ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তের নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা ঈসমাইল শহীদ ক্বোরআন শরীফের যের, যবর, পেশ কে বেদাতে হাছানা বলে দলিল বর্ণনা করেছেন । অতঃপর আল্লামা ইবনে হজর হায়তামীরর কিতাব فتح المبين এর ঐ ইবারতটি উদ্ধৃতি করেছেন যেখানে ইমাম হায়তামী বেদাতে হাছানার মিছাল দিতে গিয়ে ইমাম নববীর শায়েখ হাফিজে হাদীস আবু শামাহ (রহঃ) এর সেই উক্তি উল্লেখ করেছেন যা মীলাদ সম্পর্কে উলামায়ে সর্ম্পকে উলামায়ে কিরামদের উক্তি শীর্ষক আলোচনায় আমরা উল্লেখ করছি। এর গর্ভে থেকে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে,মাওলানা শহীদ রদ্দে বেদাতের এত খ্যাতির অধিকারী হওয়া স্বত্ত্বেও মওলুদ শরীফকে অপছন্দ করতেন না,অন্যতায় আবু শামায় উক্তিটি নিজের সমর্থনে উল্লেখ করতেন না।

মাওলানা সালামত উল্লাহ কানপুরী (রহঃ)

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) এর শাগরেদ মাওলানা সালামাত উল্লাহ কানপুরী (রহঃ) মীলাদ শরীফ মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে ছিলেন। লোকজনকে মীলাদ শরীফ পড়া ও পড়ানোর প্রতি অনেক উৎসাহ দিতেন এ সম্পর্কে তাঁর একখানা স্বতন্ত্র কিতাব রয়েছে। **اشباع الكلام في اثبات المولد والقيام**

মুফতি এনায়েত আহমদ ছাহেব (রহঃ)

تواریخ حبیب الہ কিতাবের প্রণেতা মুফতি এনায়েত আহমদ ছাহেব (রহঃ) লিখেন,

حرمین شریفین اور اکثر بلاد اسلامیہ میں عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کہ مجتمع کر کے ذکر مولود شریف کرتے ہیں اور کثرت سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں اور بطور دعوت کے کھانا یا شیرینی تقسیم کرتے ہیں سو یہ موجب برکات عظیمہ ہے اور سب ہے از دیاد محبت کے ساتھ جناب رسول اللہ ﷺ کے بارہویں ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں یہ محفل متبرک مسجد شریف میں ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ میں مکان ولادت آنحضرت ﷺ میں ہوتا ہے- مسلمانوں کو چاہئے بمقتضائے محبت آنحضرت ﷺ محفل شریف کیا کریں اور اسمیں شریک ہوا کریں (تواریخ حبیب الہ)

বঙ্গানুবাদ ঃ মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং অধিকাংশ ইসলামী শহরে প্রচলন হলো রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা। মুসলমানদেরকে জামায়েত করে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

জন্মের আলোচনা করা, দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়া দওয়াতী খানা অথবা শিরনী বিতরণ করা। এ কাজটি অনেক বরকতের কারণ হয় এবং এর দ্বারা হুজুরে পাকের সাথে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদ নববীতে এ বরকত পূর্ণ মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয়। আবার মক্কা মকাররমায় হুজুরের জন্মের স্থানেও।

সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ হুজুরের মুহাব্বতের তাগিদে যেন মীলাদ অনুষ্টান করেন।

মাওলানা হাছান আলী মুহাদ্দিছে লকনভী (রহঃ)

"الدر المنظم" কিতাবে লিখেন,

محفل میلاد شریف برائے جناب رسالت مآب ﷺ البتہ مستحب است بلکہ مستحب و موجب ثواب است - دلائل جواز محفل مولود شریف در رسائل اثبات مولود از اکابر محدثین و علماء از سلف و خلف انتظام دارند (الدر المنظم)

বঙ্গানুবাদ ঃ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান একটি ভালো বরং মুস্তাহাব ও পূণ্যের কাজ।পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম মীলাদ মাহফিল বৈধতার দলিলাদী কিতাব সমূহের মধ্যে লিখে গেছেন।

হযরত শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহঃ) এর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) মীলাদ ও ক্বেরাম মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন,এ সম্পর্কে তিনি "الملخص" নামক একখানা কিতাব লিখেন,যা তাঁর পুস্তিকা সমূহের সমষ্টি زخیرہ کرامت ৩য় খন্ডের শেষে স্থাপিত

ছিল।জখিরায়ে কেরামত ৩য় খন্ড ঢাকার একটি কুতুবখানা ছেপে ছিল, ১ম মুদ্রণে "الملخص" রেসালাটি তার শেষে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ২য় মুদ্রণে রেসালাটি বাদ দিয়ে মুদ্রিত হয়।আল্লাহই জানেন কেন এমন করা হলো ।শুনা গেছে মীলাদ বিরোধীদের চাপে পড়েই নাকি এরূপ করা হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে বড়ই আফসোসের বিষয় কেননা অন্যের কিতাবে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এরূপ কারসাজি বা কাটছাট করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নেই আইনতও সঠিক নয়।অধিকন্তু ইহা একটি চারিত্রিক দোষ ও বটে ।

মাওলানা মুফ্তি সাদুল্লাহ মুরাদাবাদী ছাহেব (রহঃ)

মীলাদ শরীফ মুস্তাহাব হওয়া সর্ম্পকে তিনি একটি দীর্ঘ ফতোয়া লিখেন ,যার কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলঃ

تحقیق آں است کہ اگر دریں تقریب باحسن نیت وسرور ولالدت بربیاں حالات ومعجزات سرور کائنات وخبرات ومبرات واطعام وتقسیم شیرینی وانعام واکرام نمایند وامرے از ممنوعات شرعیہ دراں منضم نہ سازند ازبدعت حسنہ وامور مستحبہ است پس روز میلاد خیر العباد رہم مجملہ اعیاد مقرر سازند و دوران روز مسرت انبساط نمایند روباشد-(فتاوی سعدیہ)

বঙ্গানুবাদঃ যদি ছরওয়াবে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুনিয়ায় পদার্পণের উপর নেক নিয়্যতের সাথে আনন্দ প্রকাশার্থে অনুষ্টান করা হয় এবং এ অনুষ্ঠানে হুজুরের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট, শান ও মান এবং অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে শিরনী বিতরণ করা হয়, শরীয়তের নিষিদ্ধ কোন কাজ এত যুক্ত হয় না হলে ইহা নিশ্চিতরূপেই বেদাতের হাছানা এবং মুস্তাহাব কাজ সমূহের অন্তর্ভক্ত হবে সন্দেহ নেই। সুতরাং হুজুরের জন্ম দিবসে আনন্দ উৎসব করা এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা উত্তম জায়েজ কাজ।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

কুত্বুল আকতাব হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ) মীলাদ ও কেয়ামতকে জায়েয এবং ভালো বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর আমল বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہو بلکہ برکت خیال کر کے خود منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں (فیصلہ ہفت مسئلہ)

বঙ্গানুবাদ ঃ এ ফকীরের মছলক হলো এই যে, মীলাদ শরীপের মাহফিলে আমি নিজে মরীক হই এবং বরকত মনে করে আমি নিজে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত করে থাকি এবং কেয়ামের মধ্যে স্বাধ ও তৃপ্তি পাই।

মাওলানা আব্দুল হাই লকনভী (রহঃ)

তিনি মীলাদ শরীফ মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, তার কিতাব "مجوعئہ فتاوی" এর মধ্যে এ সর্ম্পকে কয়েকটি ফতোয়া লিখিত রয়েছে। তনমধ্যে নিম্নে একটির উল্লেখ করা হল-

جو لوگ میلاد کی محفل کو بدعت مذمومہ کہتے ہے خلاف شرع کہتے ہے جس زمانے میں بطرز مندوب محفل میلاد کی جائے باعث ثواب ہے اور حرمین بصرہ شام یمن اور دوسرے ممالک کے لوگ بہی ربیع الأول کا چاند دیکہ کر خوشی اور محفل میلاد اور کار خیر کرتے ہیں قرائت اور سماعت میلاد میں اہتمام کرتے ہیں اور ربیع الأول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بہی ان ممالک میں محفل میلاد ہوتی ہیں اور یہ اعتقاد نہ کرنا چاہئے کہ ربیع الأول میں میلاد شریف کیا جائیگا تو ثواب ملیگا ورنہ نہیں .(مجموعہ فتاوی تحت مسائل شتی=صفحہ =۲۲۴)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মীলাদ মাহফিল কে নিন্দনীয় বিদআত বলবে সে নিশ্চয় শরীয়ত বিরোধী কথাই বলল।। যে যুগে উত্তম রীতি অনুযায়ী মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করা হবে, তা পূণ্যের মাধ্যম নিশ্চয়ই। হারামাইন শরীফাইন অর্থাৎ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ, বছরা, সিরিয়া ইয়ামনসহ অন্যান্য দেশ সমূহে রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখে আনন্দ প্রকাশে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য পূণ্যময় কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকেন, মীলাদ শরীফ পড়া ও ঐ সব ঘটনা বলীর শ্রবণকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সব দেশে রবিউল আউয়াল ছাড়া অন্যান্য মাসে ও পবিত্র মীলাদ শরিফের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শুধু রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করলে ছওয়াব মিলে অন্যথায় ছওয়াব মিলে না, এ রকম বিশ্বাস রাখা অনুচিৎ।

হযরত মাওলানা কাশেম নানুতবী (রহঃ)

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাশেম নানুতবী (রহঃ) এর জামাতা হযরত আব্দুল্লাহ ছাহেব **الدر المنظم** কিতাবের উপর অভিমত লিখতে গিয়ে হযরত কাসেম নানুনতবী (রহঃ) ও মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (দেওবন্দের হেড মুহাদ্দিস) সর্ম্পকে লিখেন,

زبدۃ الفضلاء استاد العلماء مولانا محمد یعقوب صاحب مرحوم مدرس اعلی مدرسہ عربیہ دیوبند خاص دیوبند میں بارہا محفل میلاد میں شریک ہوئے اور بحالت قیام قاری وسامعین قیام بھی کیا اور فرمایا کہ اگرچہ اس کی اصل جیسی کہ چاہئے نہیں پھر جبکہ تمام مجلس ذکر ولادت کی تعظیم کو اٹھ کھڑی ہو ایسی حالت میں قیام نہ کرنا سوء ادبی سے خالی نہیں- چنانچہ مولانا و مخدومنا کے اس قول وفعل پر بہت سے شاگرد رشید اور باشندگا شہر شاہد ہیں- ماسوا اسکے

سلسلۂ خواندان مصطفیٰ جامع الشریعہ والطریقہ حاجی سید محمد عابد مہتمم مدرسہ دیوبند نے خاص مولانا ممدوح سے اپنے مکان پر ذکر ولادت شریف بطریق وعظ کرایا اور شیرینی بھی تقسیم فرمائی اور کہف الفضلاء مولانا محمد قاسم صاحب ناظم مدرسہ مذکور کی کثرۃً مرۃً سنا گیا ہے کہ ذکر ولادت باسعادت موجب خیر وبرکت اور خاص مولانا بھی بعض جگہ مجلس میلاد میں شریک ہوئے چنانچہ پیر جی واجد علی صاحب جو مولانا کے مرید اور میلاد خواں ہیں اس امر کے شاہد ہیں۔

বঙ্গানুবাদঃ আলেমকুল শ্রেষ্ট, উস্তাজুল আসাতিযা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (প্রধান শিক্ষা গুরু মাদরাসায়ে আরবিয়া দেওবন্দ) স্বয়ং দেওবন্দের বহুবার মীলাদ মাহফিলে শরীক হয়েছেন। সবাই কেয়াম করার সময় তিনিও কেয়াম করেছেন এবং বলেছেন, যদি ইহার আসল যেভাবে থাকা উচিত ছিল, সেভাবে নেই। তথাপিও হুজুরের জন্ম আলোচনার সম্মানার্থে সারা মজলিস যখন দাড়িয়ে যাবে তখন না দাঁড়িয়ে বসে থাকা বেআদবী মুক্ত নয়। মাওলানা এ উক্তিরও আমলের উপর তাঁর অনেক প্রিয় শাগরেদ এবং শহরের অনেক বাসিন্দাসাক্ষী রয়েছেন।

তাছাড়াও খান্দানে মুস্তাফাবীর নির্যাস জামে উশশরীয়ত ওয়াত্বারীক্বত হাজী সৈয়দ মুহাম্মদ আবেদ (মুহতামিম মাদরাসায়ে দেওবন্দি)ও মাওলানাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে হুজুরে পাকের জন্মালোচনা ওয়াজের মাধ্যমে করিয়েছেন এবং শিরনী ও বিতরন করেছেন। আলেমকুলের গুরু মাওলানা কাসেম ছাহেব (নাজেম উক্ত মাদরাসা) এর মুখ থেকেও এ কথাটি বহুবার শুনা গেছে, হুজুরের জন্মের আলোচনা হচ্ছে খয়ের ও বরকত লাভের মাধ্যমে। মাওলানাও কোন কোন জায়গায় মীলাদ মাহফিলে শরীক হয়েছেন। পীর ওয়াজেদ আলী ছাহেব দেওবন্দী (যিনি মাওলানা মুরীদ এবং মীলাদ পাঠকারী ছিলেন) এ কথার সাক্ষী।

হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রহঃ)

ذکر ولادت شریف نبوی ﷺ مثل دیکراذکار خیر کی ثواب اور افضل هي اکر بدعات و قبائح سي خالي هو تو اس سي بهتر کیا هي؟

قال الشاعر:

ذكرك للمشتاق خير شراب + و كل شراب دونه كسراب

(امداد الفتاوى ص- ٥٣

অর্থাৎ হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান অন্যান্য উত্তম কার্যাবলীর মত ছওয়াব ও উত্তম কাজ। যদি তা খারাপ বিদআত থেকে মুক্ত হয় তবে এর চেয়ে ভাল ও উত্তম কাজ আর কী ই বা হতে পারে ! এ আলোচনার মাহফিল যে উত্তম সে সমর্থনে তিনি একজন কবির কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রেমিকের তরে আপনার আলোচনাইঅমৃত,
সে আলোচনাহীন স্থানেই আছে মরীচিকা মূর্ত।

(ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা-৫৩)

শেষ ফয়সালা

পরিশেষে উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিমগণের মুর্শিদ শায়খুল আরব ওয়াল আজম ত্বরীক্বত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে ম.মক্কী (রহঃ) এর ফয়ছালাটি লিখে আলোচনা সমাপ্তক করতে চাই।হযরত হাজী ইমাদদুল্লাহ (রহঃ)এর খলিফাগণের মধ্যে মীলাদ শরীফ ও ক্বিয়াম ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল। কেউ কেউ এ আমলকে বিদআত ও নাযায়েজ বলতেন। আবার কেউ কেউ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

أَبْتَدِءُ الْإِمْلَاءَ باسْمِ الذَّات الْعَلِيَّة. مُسْتدرًّا فَيْض الْبركــات عَلى مَا أَنَا لَهُ وَأَوْلَاهُ . و اُثْني بحمْدِ مَــوارِدُه ســائغةٌ هنيَــةٌ. مُمْتَطِأً مِّنْ الشُّكْرِ الْجَمِيْلِ مَطَايَاه . وأُصلِّيْ وأُسَلِّمُ علـــى النُّــوْر الْمَوْصُوْف بِالتَّقَدُّمِ والاوَّلِيَّةِ الْمُنْتَقِلُ فِيْ الْغُرَرِ الْكَرِيْمَةِ والْجِباه . وَأَسْتَمْنِحُ اللَّهَ تَعَالىَ رِضْوَانًا يَّخُصُّ الْعِتْرَةَ الطَّــاهِرَةَ النَّبَوِيَّـــةَ . ويَعُمُّ الصَّحَابَةَ وَالاتْبَاعِ ومَنْ وَّالاهُ. واسْتَجْدِيْهِ هَدَايَـــةً لسُــلُوْك السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ الْجَلِيَّةِ. وَحِفْظًا مِّنَ الْغَوَايَةِ فِيْ خُطَطِ الْخطــاء وَخُطَاه. وَاَنْشُرُ مِنْ قِصَّةِ الْموْلدِ الشَّرِيْف النَّبوِيِّ برودا حِســانا عَبْقَرِيَّةً. نَاظِمًا مِّنَ النَّسَب الشَّرِيْف عقْدا تُحلَّى الْمسامعُ بِحَــلاه. وَاَسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ الْقَوِيَّهْ. فَانَّهُ لاحوْل ولا قُوَّةَ إلاَّ بِاللّه

(شــعــر)

عَطِرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْم ۞ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلَوت وَّتَسْلِيْم اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَيْهِ.

ذِكْرُ أَسْمَاءِ أَجْدَادِهِ الْكِرَامِ ﷺ

فَأَقُوْلُ هُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ بْنُ هَاشِمٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ بْنُ قُصَيٍّ وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ سُمِّيَ بِقُصَيٍّ لِتَقَاصِيْهِ فِيْ بِلَادِ قُضَاعَةِ الْقَصِيَّةِ. إِلٰى أَنْ أَعَادَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَى الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ فَحَمَا حِمَاهُ. إِبْنُ كِلَابٍ وَاسْمُهُ حَكِيْمُ بْنُ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ وَاسْمُهُ قُرَيْشٌ وَإِلَيْهِ تَنْسَبُ الْبُطُوْنُ الْقُرَشِيَّةُ۔ وَمَا فَوْقَهُ كِنَانِيَّةٌ كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْكَثِيْرُ. وَارْتَضَاهُ. إِبْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ . وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ أَهْدَى الْبُدْنَ إِلَى الرِّحَابِ الْحَرَمِيَّةِ وَسُمِّعَ فِيْ صُلْبِهِ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَبَّاهُ. إِبْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. وَهٰذَا سِلْكٌ نَظَّمَتْ فَرَائِدَهُ بَنَانُ السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ۔ وَرَفَعَهُ إِلَى الْخَلِيْلِ إِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْسَكَ عَنْهُ الشَّارِعُ وَإِبَاهُ. وَعَدْنَانُ بِلَارَيْبٍ عِنْدَ ذَوِى الْعُلُوْمِ النَّسَبِيَّةِ إِلَى الذَّبِيْحِ إِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِسْبَتُهُ وَمُنْتَهَاهُ. فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ عِقْدٍ تَأَلَّقَتْ كَوَاكِبُهُ الدُّرِّيَّةُ وَكَيْفَ لَا وَالسَّيِّدُ الْأَكْرَمُ ﷺ وَاسِطَتُهُ الْمُنْتَقَاهُ. (اشعار) –

عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلوة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه -

نَسَبٌ تَحْسَبُ الْعُلاَ بِحُلاَهُ ❁ قَلَّدَتْهَا نُجُوْمُهَا الْجَوْزَاءُ
حَبَّذَا عِقْدُ سُوْدَدٍ وَّ فَخَارٍ ❁ أَنْتَ فِيْهِ الْيَتِيْمَةُ الْعَصْمَاءُ

وَاَكْرِمْ بِهٖ مِنْ نَسَبٍ طَهَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ. اَوْرَدَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِىُّ فِيْ مَوْرِدِ الْهَنِىِّ وَرَوَاهُ (اشعار)

حَفِظَ الْاِلٰهُ كَرَامَةً لِّمُحَمَّدٍ ❁ اٰبَائَهُ الْاَمْجَادَ صَوْنًالِاِسْمِهٖ
تَرَكُوا السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَارُهٗ ❁ مِنْ اٰدَمَ اِلٰى اَبِيْهِ وَّاُمِّهٖ

سَرَاةٌ سَرٰى نُوْرُ النُّبُوَّةِ فِيْ أَسَارِيْرِ غُرَرِهِمِ الْبَهِيَّةِ وَبَدَرَ بَدْرُهٗ فِيْ جَبِيْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَّابْنِهٖ عَبْدِ اللّٰهِ (شعر)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ ❁ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

ذكر ارهاصات قبل الولادة الشريفة عليه السلام

وَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِبْرَازَ حَقِيْقَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. وَاِظْهَارَهٗ جِسْماً وَّرُوْحًا بِصُوْرَتِهٖ وَمَعْنَاهُ. نَقَلَهٗ اِلٰى مَقَرِّهٖ مِنْ صَدَفَةِ اٰمِنَةَ الزُّهْرِيَّةِ. وَخَصَّهَا الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ بِاَنْ تَكُوْنَ اُمًّا لِّمُصْطَفَاهُ. وَنُوْدِىَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِحَمْلِهَا لِاَنْوَارِهِ الذَّاتِيَّةِ. وَصَبَا كُلُّ صَبٍّ لِّهُبُوْبِ نَسِيْمِ صَبَاهُ. وَكُسِيَتِ الْاَرْضُ بَعْدَ

طُوْلِ جَذْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلاً سُنْدُسِيَّةً. وَاَيْنَعَتِ الثِّمَارُ وَاَدْنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِيْ جَنَاهُ. وَنَطَقَتْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ بِفِصَاحِ الأَلْسُنِ الْعَرَبِيَّةِ. وَخَرَّتِ الاَسِرَّةُ وَالْاَصْنَامُ عَلَى الْوُجُوْهِ وَالْاَفْوَاهِ. وَتَبَاشَرَتْ وُحُوْشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُّهَا الْبَحْرِيَّةُ. وَاحْتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُوْرِ كَأْسَ حُمَيَّاهُ. وَبَشَّرَتِ الْجِنُّ بِاظْلاَلِ زَمَنِهِ وَانْتَهَكَتِ الْكَهَانَةُ وَرَهَبَتِ الرُّهْبَانِيَّةُ. وَلَهِجَ بِخَبْرِهِ كُلُّ حِبْرٍ خَبِيْرٍ وَفِيْ حُلاَ حُسْنِهِ تَاهَ. وَاُوْتِيَتْ اُمُّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمِلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ. فَسَمِّيْهِ إِذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّدًا ﷺ لِأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ (شعر)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ ❁ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَتَسْلِيْمٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

ذِكْرُ وَفَاتِ عَبْدِ اللّٰهِ وَالِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَلَمَّاتَمَّ مِنْ حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلٰى اَشْهَرِ الأَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ. وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِأَخْوَالِهِ بَنِىْ عَدِيٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ. وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُوْنَ سُقْمَهُ وَشَكْوَاهُ. وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ الرَّاجِحِ تِسْعَةَ اَشْــهُرٍ قَمَرِيَّــةٍ. وَآنَ لِلزَّمَانِ اَنْ يَنْجَلِىَ عَنْهُ صَدَاهُ. حَضَرَتْ اُمَّهُ لَيْلَةَ مَوْلِــدِهِ آسِــيَةُ وَمَرْيَمُ فِيْ نِسْوَةٍ مِّنَ الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِــيَّةِ. وَأَخَذَهَــا الْمَخَــاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا يَتَلَأْلَأُ سَنَاهُ.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ❁ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا	مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا	مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ
أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا	جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ
وَقَدْ لَبِسْنَا ثَوْبَ عِزٍّ	بَعْدَ تَلْفِيْقِ الرِّقَاعِ
وَرَضَعْنَا ثَدْيَىْ وَصْلٍ	قَبْلَ اَيَّامِ الرِّضَاعِ
كُنْ شَفِيْعِى يَا حَبِيْبِيْ	يَوْمَ حَشْرٍ وَاجْتِمَاعِ
رَبَّنَا صَلِّ عَلىٰ مَنْ	حَلَّ فِيْ خَيْرِ الْبِقَاعِ
وَاَسْبِلِ السِّتْرَ عَلَيْنَا	يَا مُجِيْبَ كُلِّ دَاعِ
وَعَلىٰ عِشْقِ الْجَمَالِ	طَبَّعَ اللهُ الطِّبَاعِ
وَصَلٰوةُ اللهِ عَلىٰ أَحْمَدَ	مَا سَعٰى لِلّٰهِ سَاعِ

يَـا نَـبِيْ سَـلَامْ عَـلَيْـكَ ۞ يَـا رَسُـوْلْ سَـلَامْ عَـلَيْـكَ
يَـا حَبِيْبْ سَلَامْ عَـلَيْـكَ ۞ صَـلَـوَاتُ اللّٰـهِ عَـلَـيْـكَ

أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا	وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ
مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا	قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِ
أَنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ بَدْرٌ	أَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ
أَنْتَ إِكْسِيْرٌ وَّ غَالٍ	أَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ
يَا حَبِيْبِيْ يَا مُحَمَّدٌ	يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْنِ
يَا مُؤَيَّدْ يَا مُمَجَّدٌ	يَا إِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ
مَنْ يَرٰى وَجْهَكَ يَسْعَدُ	يَا كَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ
حَوْضُكَ الصَّافِيُ الْمُبَرَّدُ	وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ
مَا رَأَيْنَا الْعِيْسَ حَنَّتْ	بِالسُّرٰى إِلَّا إِلَيْكَ *
وَالْغَمَامَةُ لَكَ أَظَلَّتْ	وَالْمَلَا صَلَّوْا عَلَيْكَ
وَأَتَاكَ الْعُوْدُ يَبْكِيْ	وَتَذَلَّلْ بَيْنَ يَدَيْكَ
وَاسْتَجَارَتْ يَا حَبِيْبِيْ	عِنْدَكَ الظَّبْيُ النُّفُوْرُ
عِنْدَ مَا شَدُّوْا الْمَحَامِلَ	وَتَنَادَوْا لِلرَّحِيْلِ
جِئْتُهُمْ وَالدَّمْعُ سَائِلٌ	قُلْتُ قِفْ لِيْ يَا دَلِيْلُ

سَأُحَمِّلُكُمْ وَسَائِلَ	حَشْوُهَا الشَّوْقُ الْجَزِيْلُ
نَحْوَ هَاتِيكَ الْمَنَازِلَ	بِالْعَشَايَا وَالْبُكُوْرِ
عَبْدُكَ الْمِسْكِيْنُ يَرْجُوْ	فَضْلَكَ الْجَمَّ الْغَفِيْرَ
فِيْكَ قَدْ أَحْسَنْتُ ظَنِّيْ	يَا بَشِيْرُ وَيَا نَذِيْرُ
فَأَغِثْنِيْ وَأَجِرْنِيْ	يَا مُجِيْرُ مِنَ السَّعِيْرِ
يَا غِيَاثِيْ يَا مَلَاذِيْ	فِيْ مُهِمَّاتِ الْأُمُوْرِ
لَيْسَ أَزْكٰى مِنْكَ أَصْلًا	قَطُّ يَا جَدَّ الْحُسَيْنِ
فَعَلَيْكَ اللّٰهُ صَلّٰى	دَائِمًا طُوْلَ الدُّهُوْرِ
وَصَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلٰى اَحْمَدَ	عِدَّةَ أَحْرُفِ السُّطُوْرِ
اَحْمَدُ الْهَادِيْ مُحَمَّدٌ	صَاحِبُ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ

سَلِّمُــوْا يَـا قَـوْمُ بَـلْ صَلُّـوْا عَـلَى الصَّـدْرِ الْاَمِيْنِ
مُـصْـطَـفٰى مَـا جَـاءَ إِلَّا رَحْمَـةً لِّـلْـعَالَـمِيْنَ

قصیدۂ سلام

آپ ہو سلطان مدینہ مہبط وحی السکینہ — نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ

لائیں جو ایمان تمپر کیوں نہ دے وہ جان تمپر — مہربان رحمٰن تمپر خلق سب قربان تمپر

تم ہو محبوب الٰہی تم پہ موزوں وصف شاہی — ماہ سے لیتا ماہی سب نے دی تمپر گواہی

حق نے دی معراج تمکو اور بخشا تاج تمکو — دو جہاں کا راج تمکو دیں سلاطین تاج تمکو

ہجر میں مشکل ہے جنیا دل ہوا چاک اور سینہ — تھامئے میرا سفینہ یا شفیع المذنبین

کاش حاصل ہو حضوری دور ہو جائے یہ دوری — دل کی یہ حسرت ہو پوری دیکھلوں وہ شکل نوری

کیا کرے بیدل شکایت درد ہجر کی حکایت — رنج و غم ہے بے نہایت کیجئے للہ عنایت

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا — علی حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

قصیدۂ سلام

بخت کا چمکے ستارا حاضری کا ہو اشارا — دیکھکر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا

آپ ہی مشکل کشا ہیں خلق کے حاجت روا ہیں — شافع روز جزا ہیں جو کہو اس سے ورا ہیں

حق سے جو نعمت عطا ہو اسکے قاسم با صفا ہو — تم ہی محبوب خدا ہو نائب رب العلا ہو

بحر عصیاں میں سفینہ آگیا مشکل ہے جینا — پار ہو نیکا قرینہ ہو عطا شاہ مدینہ

ہے گنہ کا بوجھ بھاری منزلیں چلنا ہیں ساری — کر رہا ہو اشک باری لاج رکھ لیجیو ہماری

محمد یارسول اللہ محمد یارسول اللہ ☆ شفاعت کیجئے للہ محمد یارسول اللہ

ذرا چہرہ سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ　　مجھے دیدار ٹک اپنا دکھاؤ یار سول اللہ

کرو روئے منور سے مری انکھونکو نورانی　　مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یار سول اللہ

اٹھا کر زلف اقدس کو ذرا چہرۂ مبارک سے　　مجھے دیوانہ اور وحشی بناؤ یار سول اللہ

شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بیکساں ہو تم　　تمہیں چھوڑ آب کہا جاؤ بتاؤ یار سول اللہ

پیاسا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم　　کرم کا اپنے اک پیالہ پلاؤ یار سول اللہ

خدا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اسکے　　ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤ یار سول اللہ

چھپیں خجلت سے جا کر پردہ مغرب ماہ خور　　گر اپنے حُسن کا جلوہ دکھاؤ یار سول اللہ

لگے گا جوش کھانے خود بخود دریائے بخشائش　　کہ جب حرف شفاعت لب پہ لاؤ یار سول اللہ

یقین ہو جائیگا کفار کو بھی اپنی بخشش کا　　جو میدان میں شفاعت کے آؤ تم یار سول اللہ

مجھے بھی یاد رکھیو میں تمہارا امتی عاصی　　گنھگار ونکو جب تم بخشواؤ یار سول اللہ

ہوا ہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے بہت رسوا　　مرے اب حال پر تم رحم کھاؤ یار سول اللہ

اگر چہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں　　تم آب چاہو ہنساؤ یا رلاؤ یار سول اللہ

کرم فرماؤ ہمپر اور کرو حق سے شفاعت تم　　ہمارے جرم و عصیاں پر نہ جاؤ یار سول اللہ

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے اپکے ہاتھوں　　بس آب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یار سول اللہ

مشرف کر کے مجھکو کلمہ طیب سے اپنے تم　　پھر آب نظروں سے اپنی مت گراؤ یا رسول اللہ

پھنسا ہوں بیطرح گرد اب غم میں ناخدا ہو کر مری کشتی کنارے پر لگاؤ یار سول اللہ

اگر چہ ہوں نہ لائق دا نکے پر امید ہے تم سے کہ پھر مجھکو مدینے میں بلاؤ یار سول اللہ

حبیب کبریا ہو تم امام انبیاں ہو تم ہمیں بھر خدا حق سے ملاؤ یار سول اللہ

شراب بے خودی کا جام اک مجھکو پلا کر اب دُوئی کے حرف کو دل سے مٹاؤ یار سول اللہ

مشرف کر کے دیدار مبارک سے مجھے اکدم مرے غم دین و دنیا کے بُھلاؤ یار سول اللہ

خدا کیواسطے رحمت کے پانی سے مرے اگر تپ ہجراں کی آتش کو بجھاؤ یار سول اللہ

پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو بس آب قید دو عالم سے چھڑاؤ یار سول اللہ

يا رب صل و سلم دائمًا ابدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

محمد یار سول اللہ محمد یار سول اللہ ☆ شفاعت کیجئے للہ محمد یار سول اللہ

تنم پر سوز جان پارہ ز ہجراں یار سول اللہ دلم پُر درد آوارہ ز عصیاں یار سول اللہ

شب و روزم شکیبائی زحد گشتہ تمنائی بخلوت سوئے من آئی خراماں یار سول اللہ

زکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیماں یار سول اللہ

زجاں محبّ تو ہستم بز نجر تو دل بستم نمیگو یم کہ من ہستم سخندا یار سول اللہ

بسوے من گذر آئی منم مسکین و ناداری نثار نقش نعلینت کنم جاں یار سول اللہ

بپائے ساقی کوثر نہادم پیش گاہت سر اماماں راشدم چاکر بایماں یار سول اللہ

أَكْبَادُنَا مَجْرُوحَةٌ	مِنْ سَيْفِ هِجْرِ الْمُصْطَفٰى
طُوْبٰى لِأَهْلِ بَلْدَةٍ	فِيْهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَشَمُ
يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ	أَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ
مَحْبُوْسُ أَيْدِ الظَّالِمِيْنَ	فِيْ مَرْكَبٍ وَالْمُزْدَهَمِ
مَنْ وَجْهُهٗ شَمْسُ الضُّحٰى	مَنْ خَدُّهٗ بَدْرُ الدُّجٰى
مَنْ ذَاتُهٗ نُوْرُ الْهُدٰى	مَنْ كَفُّهٗ بَحْرُ الْهِمَمِ
يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ	أَنْتَ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ
أَكْرِمْ لَنَا يَوْمَ الْحَزِيْنِ	فَضْلًا وَّ جُوْدًا وَالْكَرَمِ
يَا مُصْطَفٰى وَالْمُجْتَبٰى	إِرْحَمْ عَلٰى عِصْيَانِنَا
مَجْبُوْرَةٌ أَعْمَالُنَا	طَمَعًا وَ ذَنْبًا وَالظُّلْمِ

اَلصَّـــلَاةُ عَـــلَى النَّـبِيْ ۞ وَالسَّـــلَامُ عَـلَى الـرَّسُـوْلِ
اَلشَّـفِـيْـعِ الْاَبْـطَـحِيْ ۞ وَ مُـحَـمَّـدٌ عَـــرَبِيْ

خَيْرُ مَنْ وَطِيَ الثَّرٰى	اَلْمُشَفَّعُ فِي الْوَرٰى
مَنْ بِهٖ حَلَّتْ عُرٰى	كُلُّ عَبْدٍ مُذْنِبٍ
مَا لَهٗ مِنْ مُشْبِهٖ	فَازَ اُمَّتُهٗ بِهٖ

مَنْ يَمُتْ فِيْ حُبِّهٖ	نَالَ كُلَّ الْمَطْلَبْ
أَنَــا مَفْــتُوْنٌ بِهٖ	طَامِعٌ فِيْ قُرْبِهٖ
رَبِّ عَجِّلْ لِيْ بِهٖ	عَلَيَّ يَصْفُوْ مَشْرَبِ
كَمْ شَفَا مِنْ أَسْقَمٍ	كَمْ جَلاَ مِنْ أَظْلُمٍ
كَمْ لَهٗ مِنْ أَنْعُمٍ	لِلْفَطِيْنِ وَ الْغَبِىْ
كَمْ لَهٗ مِنْ مُكْرَمَاتٍ	كَمْ عَطَايَا وَافِرَاتٍ
كَمْ رُوَتْ عَنْهُ الثِّقَاتُ	كُلَّ عِلْمٍ وَاجِبِ
نِعْمَ ذَاكَ الْمُصْطَفٰى	ذُوْ الْمُرُوَّةِ وَالْوَفَا
فَضْلُ أَحْمَدَ مَا خَفٰى	شَرْقُهَا وَالْمَغْرِبِ
كَمْ بِهٖ مِنْ مُوْلِعٍ	غَارِقٍ فِيْ الْأَدْمُعِ
عَقْلُهٗ لَمَّا دُعِىَ	فِيْ مُحَبَّتِهٖ سُبِيْ
يَا رَسُوْلَ اللهِ	يَا خَيْرَ كُلِّ الْأَنْبِيَاءِ
نَجِّنَا مِنْ هَاوِيَهْ	يَا زَكِىَ الْمَنْصَبِ
حُبُّهٗ يَجْلُو الصَّدٰى	وَ يَدُلُّ عَلٰى الْهُدٰى
فَلَهٗ رُوْحِىْ فِدَا	ثُمَّ أُمِّــىْ وَ أَبِــىْ
اَلنَّبِىُّ يَا مَنْ حَضَرَ	اَلنَّبِىُّ خَيْرُ الْبَشَرِ

مَنْ دَنَا لَهُ الْقَمَرُ	وَ نَزَلَ سَلَّمَ عَلَيْهِ
اَلنَّبِىُّ يَا مُسْلِمِيْنَ	إِعْلَمُوْا عِلْمَ الْيَقِيْنِ
إِنَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ	أَفْرَضَ الصَّلٰوَاتِ عَلَيْهِ
اَلنَّبِيُّ ذَاكَ الْمَلِيْحُ	قَوْلُهُ قَوْلٌ صَحِيْحٌ
وَالْقُرْاٰنُ شَيْءٌ مَلِيْحٌ	اَلَّذِي اُنْزِلَ عَلَيْهِ
اَلنَّبِيُّ ذَاكَ الْعَرُوْسُ	ذِكْرُهُ يُحْيِى النُّفُوْسَ
اَلنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسُ	اَسْلَمُوْا عَلٰى يَدَيْهِ
اَلْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ	لِلنَّبِيِّ قُــرَّةُ الْعَيْنِ
نُوْرُهُمْ كَالشَّمْعَتَيْنِ	جَدُّهُــمْ صَلُّوْا عَلَيْهِ
كُلُّكُمْ صَلُّوْا عَلَيْهِ	صَلَوٰاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
وَيَنَالُ الْبَرَكَاتِ	كُلُّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ
وَعَلَى عَلَمِ الْهُدٰى	اَحْمَدُ مُفْنِى الْعِدٰى
جُدْ بِتَسْلِيْمِ بَدٰى	لِلنَّبِىِّ الْيَثْرَبِىِّ
فَعَلَيْهِ فَسَلِّمَا مَاسَ	غُصْنٌ فِيْ الْحِمٰى
أَوْ بَدَا بَدْرُ السَّمَاءِ	فِيْ بَهِيْمِ الْغَيْهَبِ